ওঁ

আত্ম-দর্শন

—:০:—

শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ

—:০:—

মিনার্ভা থিয়েটারে

প্রথম অভিনয়

সন ১৩৩২ সাল ২৩শে শ্রাবণ, শনিবার

মূল্য ১৲ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ,
শিশির পাবলিশিং হাউস,
৫৭নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশিশিরকুমার বসু
শিশির প্রেস,
৫৭নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার

আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব

স্বর্গীয়

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এম্‌, এ, বি, এল,

মহাশয়ের

পবিত্র

স্মৃতি-উদ্দেশে

এই ভক্তির অর্ঘ্য

অঞ্জলি দিলাম

প্রণত সেবক—

শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ (দীন গ্রন্থকার)

শ্রীগৌর [illegible]

ভূমিকা।

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে যখন আমার মাতাঠাকুরাণী ৺কাশীধামে বাস করিতেছিলেন,—আমার সৌভাগ্য বশতঃ কিছুকাল আমি তাঁহার নিকট অবস্থান করিবার পর মাতা ও পুত্রে হরিদ্বারে তীর্থ যাত্রা করি। যাত্রাকালে অযোধ্যা হইয়া লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে কয়েকটী তীর্থযাত্রী বয়োবৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত আমার আলাপ হইলে আমার রচিত দুইখানি দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীত (যাহা আত্ম-দর্শনে বিবেকের প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে) তাঁহাদিগকে গাহিয়া শুনাইলে তাঁহারা আমাকে ঐরূপ আর একখানি গান গাহিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে লাক্‌সাম জংসন যাইবার সময় অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলওয়ের মধ্যম শ্রেণীতে বসিয়া, "যদি চাহ সে সুন্দরে কর হৃদয় সুন্দর" গানটী রচনা করিয়া তাহাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার চেষ্টা পাই (ঐ গানটী আত্ম-দর্শনে বিবেকের শেষ গান রূপে ব্যবহার করিয়াছি)। ঐ তিনটী সঙ্গীত এই আত্ম-দর্শনের প্রথম বীজ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অবশ্য তীর্থস্থানে থাকিবার কালে অনেক সাধু মহাত্মার চরণ পরশে ও তাঁহাদের অমূল্য উপদেশাবলী এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী হইতে সার কথা সংগ্রহ করিয়া এই নাটক সজ্জিত করিয়াছি। পাছে

সাধারণ লোকে বুঝিতে না পারেন সেইজন্য ভাষা প্রাঞ্জল ও অভিনয় কৌশল সরল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। জানি না এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা। তবে নাটক কোরক মাত্র, সু অভিনয়ে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই অভিনয়ের দিক হইতে বলা যাইতে পরে মিনার্ভা থিয়েটার এই নাটকের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়া ইহাকে সাফল্যের পথে লইয়া যাইতে পারিয়াছেন। এইজন্য সেই সম্প্রদায়ের সকলেই আমার নিকট ধন্যবাদের পাত্র। বিশেষতঃ সম্প্রদায়ের অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি, এ মহাশয়ের ঋণ আমি কখন পরিশোধ করিতে পারিব না। আমার মত অকিঞ্চিৎকর নাট্যকারের নাটক—তাঁহার নবনির্ম্মিত রঙ্গালয়ের উদ্‌বোধনে অভিনয় করিয়া আমায় আশাতিরিক্ত সম্মানিত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অতিব সৎসাহসেরই পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা এই "আত্ম-দর্শন" একাধিক থিয়েটারে অভিনয়ার্থ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা এই বই অভিনয় করিতে সাহসী হন নাই। অজুহত ছিল যে, সাধারণে ইহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রবাবু শিক্ষিত লোক—তিনি ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সাধারণে ইহা পছন্দত করিবেই পরন্তু নাট্য জগতে একটা নূতনত্ব আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, উপেন্দ্র বাবু তাঁহার নব রঙ্গালয়ের দর্শকদিগকে নূতনত্বের পরিবেশন করিয়া তৃপ্ত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এবং সেইজন্য জলের মত অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া এই নাটককে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন।

সুতরাং দর্শক ও নাট্যকার উভয়রূপে আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

আর একজন প্রতিভাবান ভদ্রলোকের নিকট আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ঘোষ বি, এস, সি। ইনি উপেন্দ্র বাবুর ভাগিনেয়। ইহাঁর চেষ্টায় ও যত্নে এই নাটক সংস্কৃত হইয়া, দর্শকদিগকে আনন্দ দান করিয়াছে। নাটক ও নাটকের পরিকল্পনা আমার হইলেও অভিনয় সাফল্যের গৌরব কালীপ্রসাদ বাবুরই প্রাপ্য। যে স্থানটী কাটিয়া ছাটিয়া ও বর্দ্ধিত করিয়া দিলে অভিনয়ের উৎকর্ষতা সম্পাদিত হয়, কালী প্রসাদ বাবু তাহা অতি নিপুণ তুলিকা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহযোগে সম্পাদিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ বৈরাগ্যের প্রথম সঙ্গীত ব্যতীত আরও তিনখানি সঙ্গীতই তাঁহার নিজের রচিত, যে তিনখানি শুনিয়া দর্শকেরা আত্মহারা হইয়া উঠেন। সেই সঙ্গে আর যাঁহারা এই বইখানি অভিনয়োপযোগী করিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিবার অনুমতি আমি পাই নাই, তবে সকলেরই নিকট আমি বিশেষ ঋণী এবং আমার গভীর কৃতজ্ঞতা সকলকে জানাইতেছি।

নাটকগুলিতে সুর সংযোজনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস। বস্তুতঃ তাহার মধুর সুরের গুণে বইর মাধুর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিনার্ভার ষ্টেজ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু এই বইর দৃশ্যগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন। যাহারা আত্ম-দর্শনের অভিনয় দেখিয়াছেন তাহারাই তাহার অদ্ভুত কলানৈপুণ্য দেখিয়াছেন।

বস্তুতঃ ১৫।২০ দিনের মধ্যে, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এত ক্ষিপ্রতার সহিত দৃশ্যগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল যে রঙ্গালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহাদের নিকট আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আর একটি ভদ্রলোকের নাম এই নাটকের ভূমিকায় বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। তিনি শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)। তাঁহাকে সকলে নৃত্য শিক্ষক বলিয়াই জানেন, আমি কিন্তু দেখিতেছি তিনি আমা অপেক্ষা "ভাব-পাগল"। আজ ছয় বৎসর নাটকখানি অভিনয়ের জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হওয়ায় আমি অনেকটা অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কড়িবাবু এই নাটকখানি পড়িয়া অবধি, এই দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁহার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহাশয়ের নিকট আনিয়া তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ছোট ছোট বালিকাগুলির অন্তরের ভিতর অভিনয়ের ভাব প্রবেশ করান, বড় সহজ কাজ নয়, সে বিষয়েও কড়িবাবু সিদ্ধহস্ত। আর তাঁহার নৃত্যের প্রশংসার কথা আমার না বলাই ভাল, সাধারণে সকলেই জানেন তিনিই এখন বাঙ্গালা-রঙ্গালয়ে নৃত্যের রাজা।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথ নাথ পাল (হাঁদু বাবুর) কথা না বলিলে ভূমিকা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। হাঁদুবাবু মিনার্ভার সর্ব্বস্ব, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র দুই সপ্তাহে এত বড় নাটকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে, আমার বোধ হয়, সকলের অভিনয় অংশ ভাল করিয়া প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহার নিজের অংশ "মনরাজা"কে গঠিত

করিতে তিনি অল্প সময়ই প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি তিনি যেরূপ সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন তাহা আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে; ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তিনি দিন দিন দর্শকগণকে "আত্ম-দর্শনের" প্রধান ভূমিকা মন রাজার অংশের চরমোৎকর্ষ দেখাইয়া লোক শিক্ষা দিন।

আত্ম-দর্শন কেন লিখিলাম? একদিন ৺কাশীধামে স্বর্গীয় মহাকবি ও নাট্যসম্রাট গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত শঙ্করাচার্য্য মহা নাটকখানি আমার ৺মাতা ঠাকুরাণীকে পড়িয়া শুনাইলে, তিনি উক্ত নাটকখানির অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, আমি তখন তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসি। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও উক্ত নাটকের অভিনয় তাঁহাকে দেখাইতে পারি নাই। কারণ, কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম উক্ত নাটক এখন আর বেশী অভিনয় হয় না.—কেবলমাত্র ভুতপূর্ব্ব মনমোহন থিয়েটারে শিবরাত্রির রাত্রে অনেকগুলি নাটকের সহিত শঙ্করাচার্য্য অভিনয় হইয়া থাকে, তাহাতেও আবার নটচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) শঙ্করাচার্য্যের অংশ অভিনয় করেন না। সাধারণ অভিনেতারা নাটকের অনেকাংশ বাদ দিয়া কোনরূপে কাজ চালাইয়া থাকেন। শিবরাত্রিতে থিয়েটারে মহিলার আসনে অসম্ভব ভিড়ও হইয়া থাকে। এই সকল কারণে আমার ৺মাতাঠাকুরাণীর শঙ্করাচার্য্য অভিনয় দেখা হয় নাই। তাঁহার সেই ক্ষোভ মিটাইতে আমি আত্ম-দর্শন নাটক লিখিতে আরম্ভ করি; প্রত্যহ এক এক দৃশ্য লিখিয়া ৺মাতাঠাকুরাণীকে শুনাইয়া

য়াই এবং তাহারই উৎসাহ ও উপদেশে নাটকখানির সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

একদিন দেখিলাম আমার সুপ্ত বাসনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নাটকরূপে পরিণত হইয়াছে। ভাবের আবেগে ত্রিশখানি সঙ্গীত নাটকে সংযোজিত করিয়া ফেলিয়াছি। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলকে পড়িয়া শুনাইতে আমার কতই বা উৎসাহ! সেই সময় আমার স্বর্গীয়া স্নেহময়ী জননী আমায় বলিলেন যে তাঁহার শঙ্করাচার্য্য অভিনয় দেখা হয় নাই বলিয়া যে ক্ষোভ ছিল, তাহা আর নাই। তৎবিনিময়ে এই আত্ম-দর্শন অভিনয় দেখিবার সাধ হইতেছে। আমি সেই দিনই বন্ধুবর ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয়কে এই নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি আমাকে তাহার অংশিদার প্রসিদ্ধ নটচুড়ামণি সুরেন্দ্র নাথের (দানী বাবুর) নিকট পাঠাইয়া দেন। সুরেন্দ্র নাথ (দানী বাবুও) নাটকখানি আগাগোড়া শুনিয়া অভিনয়ের জন্য মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ মনোমোহন থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ বিজনেস ম্যানেজার চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের মত না হওয়ায় এই নাটক অভিনীত হয় নাই, কেননা উক্ত চারুবাবুই ঐ রঙ্গালয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। অবশ্য সে জন্য আমি তাহাকে দোষ দিতেছি না—তিনি আমার লিখিত নাটকখানির সুখ্যাতিই করিয়াছিলেন। এমন কি আমি নাটকখানি ছাপাইলে তিনি হাজার খণ্ড পুস্তক বিক্রয় করাইয়া দিবেনও বলিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই নাটক সাধারণে বুঝিতে পারিবে না। আমি তাহাকে অনেক

বুঝাইয়া ছিলাম যে, সাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারে আমি তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি সে কথা তিনি শুনেন নাই। যাহা হউক আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা মঙ্গলময়ের কৃপায় দর্শকদিগের সন্মুখে প্রদর্শন করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। কিন্তু আমার স্নেহময়ী পরম আরাধ্যা জ্ঞানময়ী জননী আর ইহধামে নাই। তাহাকে এই নাটকের অভিনয় দেখাইতে পারিলাম না এই দুঃখ আমার রহিয়া গেল। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন, তাহার আশীর্ব্বাদ নিশ্চয়ই আমাকে জয়যুক্ত করিবে—এ বিশ্বাস আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে।

সাধারণের নিকট আমার সকাতরে প্রার্থনা তাহারা যেন আমার ভুল বুঝিয়া না বসেন। আমি সাধু মহাত্মা বা দার্শনিক কিছুই নই। আমি সাধারণ লোক মাত্র—তবে সংসারে আসিয়া জীব আত্মোন্নতির চেষ্টা না করিলে শেষে তাহার মহা ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া থাকে। সেইটী দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। সুখ দুঃখে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সত্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক—জ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃত আনন্দের সন্ধান করা প্রত্যেকেরই উচিত, ইহা সকল মহাজনই ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহা সরলভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সাধারণে ইহা বুঝিতে পারিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি তারিখ।

৪নং রসিক ঘোষ লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

দীন নাট্যকার
শ্রীমহাতাপচন্দ্র ঘোষ

শ্রীগৌর হরি বসাক

মিনার্ভা থিয়েটার ।

স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র, বি-এ ।

রিহার্শ্যাল মাষ্টার—শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) ।

অপেরা মাষ্টার—শ্রীভূতনাথ দাস ।

নৃত্য শিক্ষক—শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু) ।

বংশীবাদক—শ্রীলালবিহারী ঘোষ ।

হারমোনিয়াম বাদক—এ, সি, পাল (বিদ্যাভূষণ) ।

ষ্টেজ ম্যানেজার—শ্রীপরেশচন্দ্র বসু ।

সঙ্গতকার—শ্রীষ্টবিহারী মিত্র ।

স্মারক—শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু ।

শ্রীগৌর হরি

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ ।

মন—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) ।

বুদ্ধি—শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী ।

অহঙ্কার—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দত্ত ।

৫ম রাত্রি হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় পাল ।

মদন ও কাম—শ্রীতুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ক্রোধ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে ।

লোভ—শ্রীসন্তোষকুমার দাস (ভূলো) ।

মোহ—শ্রীমতী অমিয়বালা

মদ—শ্রীমতী উষারাণী

মাৎসর্য্য—

বিবেক - শ্রীমতী আঙ্গুরবালা

বৈরাগ্য—শ্রীমতী রেণুবালা (২)

জ্ঞান—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।

সুখ—শ্রীমতী রেণুবালা (১)

দুঃখ—শ্রীমতী ভবাণীবালা

প্রবৃত্তি—শ্রীমতী মনোরমা

নিবৃত্তি—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা

রতি—শ্রীমতী সুবাসিনী

হিংসা—শ্রীমতী শরৎসুন্দরী

লালসা—শ্রীমতী প্রকাশমণি

কুমতি—শ্রীমতী শশীমুখী

সুমতি—শ্রীমতী আশমানতারা

নিষ্ঠা—শ্রীমতী কুমুদিনী

ভক্তি—শ্রীমতী নবতারা

কুমতি ও সুমতি সঙ্গিনীগণ—শ্রীমতী মতিবালা, শ্রীমতী ননীবালা (২) শ্রীমতী আঙ্গুরবালা শ্রীমতী সত্যবালা, শ্রীমতী মনোরমা (৩) শ্রীমতী রেণুবালা (১) শ্রীমতী পটলসুন্দরী শ্রীমতী মহামায়া শ্রীমতী পান্নারাণী (১) শ্রীমতী পান্নারাণী (২) শ্রীমতী বিণাপাণী, শ্রীমতী তারবদাসী শ্রীমতী গৌরী।

[illegible]

ওঁ

আত্ম-দর্শন

পুরুষ চরিত্র

মদন।

মন	... ...	হৃদয়পুর রাজ্যের রাজা।
বুদ্ধি	... ...	ঐ মন্ত্রী।
অহঙ্কার	... ...	ঐ সেনাপতি।
ধর্ম্ম	... ...	ঐ পুরোহিত।
কাম ক্রোধ লোভ	... ...	প্রবৃত্তির গর্ভজাত মনের পুত্রত্রয়।
মোহ	... ...	কামের পুত্র।
মদ	... ...	ক্রোধের পুত্র।
মাৎসর্য্য	... ...	লোভের পুত্র।
বিবেক বৈরাগ্য	...	নিবৃত্তির গর্ভজাত মনের পুত্রদ্বয়।
জ্ঞান	... ...	মনের কুলগুরু।
সুখ ও দুঃখ	... ...	মনের পরিচারকদ্বয়।

স্ত্রী চরিত্র।

রতি।

প্রবৃত্তি	...	...	মনের পাটরাণী।
নিবৃত্তি	...	...	মনের পরিত্যক্তা প্রথমা মহিষী।
রতি	...	...	কামের পত্নী।
হিংসা	...	...	ক্রোধের পত্নী।
লালসা	...	...	লোভের পত্নী।
কুমতি	...	...	প্রবৃত্তির সহচরী।
সুমতি	...	...	নিবৃত্তির সহচরী।
নিষ্ঠা	...	...	পুরোহিত ধর্ম্মের স্ত্রী।
ভক্তি	...	...	নিবৃত্তির প্রতিবেশিনী।
প্রীতি } শান্তি }	...	...	ভক্তির ভগিনীদ্বয়।

কুমতি সঙ্গিনীগণ ও সুমতি সঙ্গিনীগণ, ইত্যাদি

শ্রীগৌর হরি [illegible]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনা

———:o:———

প্রেমে কতবার হয়ে অবতার
আস বার বার এই ধরাতলে।
কেবা চেনে কারে, যে চিনিতে পারে
স্থান দাও তারে নিজ পদতলে।
অতি অপরূপ, অরূপের রূপ
আপন স্বরূপ হৃদয়ে রাখি।
মায়ার আকাশে মোহ কু বাতাসে
ঘুরে ম'রে কত জীব-রূপ পাখী।
ষড় রিপু চয় সে আকাশে রয়
শ্যেনশিকর বাজ শকুনি গৃধিনী—
ধরি সে বিহঙ্গে সবে নানা রঙ্গে
যাতনা দিয়ে করে টানাটানি।
তোমারই কৃপায় জীব মুক্তি পায়
অলক্ষে রিপুর, পড়ে সে ভূতলে,
দেখে সে চাহিয়া যোগেতে বসিয়া
শ্রীরামকৃষ্ণ, জীব তাঁরই পদতলে।

———

শ্রী গৌর হরি বসাক

অবতারণা।

এই জীবনটাই অভিনয়

কেউ সেজে রাজা শাসায় প্রজা

কেউ প্রজা সেজে দণ্ড সয়॥

কে কার পুত্র কে কার নারী

সেজেছি রকমারি,

(এই) দেহ মাত্র পোষাক তারি—দিচ্ছি যার পরিচয়

যিনি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বাধীন

তিনি করী যেমন মাহুত অধীন

তাঁর ক্ষুদ্র চোখেতে পায়না দেখিতে নিজের দেহ সমুদয়

প্রস্তাবনা।

মহাশক্তির গীত।

যদি দেখিতে চাও আপনারে।

আসে পাশে মিছে দেখ কভু সে থাকে না দূরে॥

মনরাজা তার দুটী রাণী, নিত্য করে কান ভাঙ্গানী

কেউ সুপথে কেউ কুপথে চায় নে যেতে আপন জোরে.

বিবেক যদি বোঝায় এসে, বৈরাগ্যেরে নিয়ে পাশে,

জ্ঞান গুরুর উপদেশে আপ্‌নারে চিন্‌তে পারে॥

শ্রীগৌর হরি বসাক

শ্রীগৌর হরি বসাক

ওঁ

আত্ম-দর্শন

—:*:—

প্রথম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

হৃদয়পুর রাজার বিলাস ভবন।

মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি।

মন। আরে, এস, এস মন্ত্রী, এস সেনাপতি ; বোস।

(বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ)

মন। কি বল মন্ত্রী, আমার মত রাজ্য, আমার মত ঐশ্বর্য্য আর কার আছে? আমি মনে করলে কি না করতে পারি? আমি কি গর্ব্ব করে বলতে পারি না, যে আমা অপেক্ষা বলবান্ বুদ্ধিমান্ ও ঐশ্বর্য্যবান্ জগতে আর কেউ নেই?

অহঙ্কার। নিশ্চয়ই মহারাজ, আপনি সে গর্ব্ব করতে পারেন না

ত পারে কে। এই হৃদয়পুর রাজ্যের আপনি একচ্ছত্র অধিপতি। আমি অহঙ্কার আপনার প্রধান সেনাপতি, মহা কৌশলী বুদ্ধি আপনার মন্ত্রী; রত্নগর্ভা মহারাণী প্রবৃত্তি আপনার মহিষী, আপনার অপেক্ষা এই রাজ্যে আর কে শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে?

বুদ্ধি। মহারাজ যা বলেছেন তা সত্য, কিন্তু এ হৃদয়পুর রাজ্য কি এমনিভাবে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে?

মন। সে চিন্তায় আমার প্রয়োজন কি? কি থাকবে, কি না থাকবে, সে ভাবনা কর্লে ভোগ করা চলে না, মন্ত্রি! তোমাদের মহারাণী প্রবৃত্তি দেবীর মহিষী হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করা অবধি আমি মহানন্দে আছি। কুমতি বলে তাঁর এক রঙ্গিনী সঙ্গিনী আছে, সে আমায় নানাদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় ও অনেক রকমে আমোদ প্রদান করে।

বুদ্ধি। মহারাজ! ঐ সঙ্গিনীটি কি মহারাণীর পিত্রালয় থেকে এসেছেন?

মন। তুমি যথার্থই অনুমান করেছ। রাণী বল্লেন, "মহারাজ, কুমতি বলে আমার একটি বাল্য সঙ্গিনী আছে; তাকে ছেড়ে আমি একদণ্ডও থাকতে পারি না, মহারাজের অনুমতি হ'লে সে আমার সঙ্গে রাজবাড়ী যেতে পারে।" সেই অবধি সে এই রাজপুরীতে অবস্থান কচ্ছে। তাঁর এইসব সঙ্গিনীরা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এদের হাবভাব ও নৃত্যগীতে মোহিত হ'তেই হবে।

অহঙ্কার। তাইত বল্লুম মহারাজ, আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কার আছে?

মন। ভোগ, ভোগ, ভোগ—ভোগ ভিন্ন এ জগতে আর কিছুতেই লোকে সুখী হ'তে পারে না। সেই ভোগ আমি ক্রমাগত উপভোগ কচ্ছি, এর বিরাম নেই, এ তৃষ্ণা মেটে না। তবে বল দেখি আমি সুখী না দুঃখী?

(নেপথ্যে) বিবেক। মহারাজ, আপনি মহাদুঃখী।

মন। (সোৎসুকে) কে? কে? কে বল্লে আমি মহাদুঃখী?

বুদ্ধি। একথা কে বল্লে মহারাজ?

অহঙ্কার। তাইত, কে বল্লে? প্রহরি, প্রহরি?

মন। সেনাপতি, তুমি এগিয়ে দেখত, কার এতদূর স্পর্দ্ধা? দেখতে পেলে তাকে বন্ধন করে আমার নিকট নিয়ে এস।

(বিবেকের প্রবেশ।)

বিবেক। বন্ধন কত্তে হবে না মহারাজ, আমি আপনিই এসেছি।

মন। কে তুমি যুবক? তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অহঙ্কার। তুমি কার অনুমতিতে এ পুরীর ভেতরে প্রবেশ করেছ?

বিবেক। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছি।

মন। আমিই মহারাজ,—এই হৃদয়পুরের অধিপতি। যুবক, তোমার বক্তব্য শীঘ্র প্রকাশ কর।

বিবেক। মহারাজ, আপনি বলছিলেন, আপনার চেয়ে সুখী

আর কে আছে? আমি দেখ্‌ছি আপনার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই।

বুদ্ধি। তুমি কি জন্য এ কথা বল্লে?

বিবেক। আমায় মহারাজ যা প্রশ্ন কর্‌বেন, আমি তার উত্তর প্রদান কর্ব্ব, অন্যথা নয়।

মন। তুমি অগ্রে পরিচয় দাও কে তুমি?

বিবেক। আমি আপনার পুত্র।

মন। আমার পুত্র!

বিবেক। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ আপনারই পুত্র।

মন। মন্ত্রি, এ বলে কি? আমার পুত্র!

বুদ্ধি। অসম্ভব, অসম্ভব।

মন। সত্য বল, নতুবা ভীষণ দণ্ড পাবে।

বিবেক। মিথ্যা জানি না মহারাজ, আপনার প্রথমা মহিষী নিবৃত্তি দেবীর গর্ভে আমার জন্ম। আমার নাম বিবেক।

মন। তুমি কি বলছ? আমি তাকে বহুকাল বনবাসে দিয়ে এসেছি—সে পুত্রহীনা।

বিবেক। সত্য মহারাজ, আমার পরমারাধ্যা জননীকে ও আপনার গুণবতী সহধর্ম্মিণীকে আপনি বনবাস দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্রহীনা ন'ন, তাঁর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমার নাম বিবেক। মহারাজ, আপনার পূর্ব্ব পরিণীতা আমার জননীও আমার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ প্রার্থিনী হ'য়ে এসেছেন,—দ্বারে অবস্থান কচ্ছেন।

বুদ্ধি। মহারাজ নূতন বিবাহ করেছেন—

বিবেক। সে মিথ্যা বিবাহ, অবিদ্যার মায়া মাত্র।

অহঙ্কার। স্পর্দ্ধা দেখ।

বিবেক। পিতা, আমার প্রার্থনা শুনুন। আপনি মিথ্যা মায়ায় প্রতারিত হবেন না, অবিদ্যার প্রভাবে আপনি আপনাকে চিন্তে পাচ্ছেন না। পিতা এ সকলই মায়া, আপনি সবে এই মিথ্যার সংসারে প্রবেশ কচ্ছেন, এখনও সাবধান হোন। এরা আপনাকে মোহিত করে, স্বকার্য্য উদ্ধার করে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করবে। এরা কেউ আপনার বন্ধু নয়—পরম শত্রু। এখনও সাবধান হোন, বৃথা হাহাকারের সৃজন করবেন না!

মন। তুমি যদি আমার পুত্র হ'তে, তা হ'লে কখনই আমায় এরূপ গুরুর মত উপদেশ দিতে সাহস কর্ত্তে না।

বিবেক। সত্যই পিতা, আপনা হ'তেই আমার জন্ম।

মন। তুমি নিশ্চয়ই পাগল; দেখ্‌ছি এখানে প্রলাপ বকৃতে এসেছ। আমি বৃথা সময় নষ্ট কর্ত্তে পারব না। এখন তুমি আমাদের বন্দী হ'লে। পরে অবসর মত তোমার কথা শুনে তোমার বিচার কর্ব্ব। সেনাপতি, তুমি একে আমার পরিত্যক্ত দুঃখ সাগর তীরে নির্জ্জন কুটীরে বন্দী করে রাখ। পরে আমি বিচার করে দণ্ড প্রদান কর্ব্ব। আমি এখন রাণী প্রবৃত্তিকে নিয়ে সুখ সরোবরে যাব।

বিবেক। দণ্ড দিন তাতে কোন দুঃখ নাই. পিতা, আমরা সুখ দুঃখের অতীত, আমরা ত আপনার মত পিপাসায় কাতর হই না।

আপনি এখনও স্থিরচিত্তে বিবেচনা করুণ, আপনার শত্রুতা করে আমার লাভ কি পিতা? পিতা, আপনি মোহাচ্ছন্ন, বৃথা মায়ায় অভিভূত, আপনাকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। দেখুন এই অহঙ্কার আপনাকে গর্ব্বিত কচ্ছে, বুদ্ধি মন্ত্রণাছলে শুধু আপনার তোষামোদ করে। আপনার রাণী প্রবৃত্তি আপনাকে বৃথা ভোগ সুখে প্রলোভিত করে;—আর তার সঙ্গিনী কুমতি আপনাকে তাড়িত ক'রে নিয়ে বেড়ায়। পিতা, আকাশের মত আপনি নির্ম্মল, সেই আকাশে বিষবাষ্প প্রবাহিত হচ্চে, বিষাক্ত বায়ুস্পর্শেই আপনার এই পিপাসা, এ পিপাসা কখনও মেটে না, এর পরিণাম বড়ই বিষম। পিতা, এখনও সাবধান হোন, এই দারুণ সর্ব্বনাশী কুহকীদের হস্ত হ'তে আপনাকে উদ্ধার করুণ।

(প্রবৃত্তির প্রবেশ।)

প্রবৃত্তি। কে কাকে উদ্ধার করবে মহারাজ?

মন। রাণি, ও একটা পাগল। ও বলে আমি মহা দুঃখী, আমি তোমাদের এনে কেবল আপনার ভাবী দুঃখের সৃজন কচ্চি।

প্রবৃত্তি। সত্য নাকি?

মন। যাও সেনাপতি, আমার আজ্ঞা পালন কর।

(অহঙ্কার ও বিবেকের প্রস্থান।)

প্রবৃত্তি। মহারাজ, শুন্‌লুম্ এটি আমার সপত্নী পুত্র, এর মানে কি মহারাজ?

মন। পাগল! বলে, ওর মা আমার স্ত্রী ছিল, তার প্রমাণ কি? চল প্রিয়ে বৃথা সময় নষ্ট হয়ে গেল, আর নয়, সুখ সরোবরের তীরে কুমতি সঙ্গিনীদের নৃত্যগীত শুনতে হবে। দেখ মন্ত্রি, সব বৃথা – কেবল আমোদ, কেবল ভোগ।

বুদ্ধি। যা বলেছেন মহারাজ, কেবল আমোদ, কেবল ভোগ।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুখ সরোবরের তীরস্থ উদ্যান।

বসন্ত সহচরগণের নৃত্য

মদন ও রতি।

গীত।

মদন-রতি। আমরা দুজনেই সমান।
করি কেবল শীকারের সন্ধান॥

মদন। আমার ফুলধনু, তাতে জুড়ি ফুলবান,

রতি। আমি দেখি বেয়ে চেয়ে, আছে কিনা আছে প্রাণ।

মদন। দেখি যদি সইতে পারে
বুঝে তারে,
বেছে বেছে হানি বাণ।

রতি। মনের মতন হ'লে নারী
তার তরে নাগর ধরি ;

মদন। আমি শুধু বাণটী ছাড়ি
যেথায় থাক নাই পরিত্রাণ।

রতি। আজ এ আবার কি খেলা ?

মদন। বাণ বিঁধেছে।

রতি। কোথায় ?

মদন। মানুষের হৃদয়ে।

রতি। তাতে কি ?

মদন। হৃদয় তোলপাড়।

রতি। আমার ভয় হয়।

মদন। কেন ?

রতি। আবার পাছে ভস্ম হও।

মদন। (হাস্যকরণ)

রতি। হাসলে যে ?

মদন। সে যে কৈলাস !

রতি। এ কোন্ নয়? এতেও যোগমগ্ন মহাদেব।

মদন। ভয় নেই, এ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

রতি। তবে কি মানবহৃদয়ে তুমি জন্মাবে ইচ্ছা করেছ?

মদন। ঠিক ধরেছ।

রতি। আমার উপায়?

মদন। ভয় নেই, এতে তুমি আমার সঙ্গিনী থাক্‌বে।

রতি। দেখো, যেন কেঁদে কেঁদে না বেড়াই।

মদন। বল্লুম ত ভয় নেই, ঐ আস্‌ছে, তুমি এগিয়ে যাও!

রতি। আমি?

মদন। হাঁ, তুমি, আমি বাণ মেরেছি তাতে সে অস্থির। বাণ মার্লে'ত কারুর নিস্তার নাই, আমারও নয়।

রতি। কেন?

মদন। সেথায় আমায় জন্মাতে হবে।

রতি। তবেইত গোল।

মদন। না গোল কিছুই নেই। রাণী প্রবৃত্তি তোমায় পূজা করবে, কুমতিতে তুমি আত্মগোপন কর। রাজা মন মুগ্ধ, তোমার ক্রীড়ায় আরও মুগ্ধ হবে। পরে আমি জন্মাব, আর আর অনেকে জন্মাবে,—ভারি মজাই হবে।

রতি! এখন কি কর্ত্তে হবে তাই বল।

মদন। ওদের নিয়ে তোমার ক্রীড়ায় রত কর, তা'হলেই আমরা জন্মাব, পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

রতি।আবার বলছি, আমায় যেন কাঁদিও না দেখ।

(রতির গীত)

নিমেষে হারাই।
বুঝেছি পেয়েছি জ্বালা সদাই ভাবনা তাই॥
আগে কি জেনেছিলে,
অরসিক অনল ভালে,
মজাতে মজিলে তুমি, অনাথিনী ভ্রমি আমি
শূন্যধরা—পাগল পারা
আমাতে আর আমি নাই॥

মদন। না, বল্লুম ত ভয় নেই। এতে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবে না।

রতি। তা হলেই বাঁচি।

মদন। তুমি যাও—কুমতিতে প্রথমে আত্মগোপন করে রাণীকে আশ্রয় কর।

(উভয়ের উভয় দিক দিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সুখ সরোবর তীর।

মন ও প্রবৃত্তির প্রবেশ।

মন। দেখ রাণি, কি মনোরম এই সুখ সরোবর। এখানে তোমার সখী কুমতি সুন্দরী আমায় নিত্য নূতন আমোদ দান করে, রাণী, আজ তোমার সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীটিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন? কুমতি ছাড়া ত তুমি একদণ্ডও থাকৃতে পার না।

প্রবৃত্তি। আজও নেই মহারাজ, ঐ দেখুন ফুল পরে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে, ফুল হাতে করে কুমতি আস্‌চে।

(কুমতির প্রবেশ।)

গীত।

আমি যোগাই নূতন ফুলের মধু।
যেথায় থাক, সেথায় পাবে, মনে রাখলে আমায় শুধু॥
মনে প্রাণে যে ভজে আমায়, মনের সুখে থাকে সে ধরায়;
নানা ফুলের মধু সে খায়, হো'কনা কেন কুল বধূ॥
পড়্‌লে আমার প্রণয় জালে, ভয় থাকে না কোন কালে;
মনের মতন মনে মিলে আনন্দ পায় শুধু শুধু॥

প্রবৃত্তি। একি সখি, আজ যে বেজায় বাহার দিয়েছ দেখছি, এত ফুল আজ কোথায় পেলে ?

মন। তাই ত, সখি, আজ যে ফুলরাণী সেজেছ দেখ্‌ছি।

কুমতি। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আজ সুখসরোবরে স্নান করে উঠেই দেখি, আমার গায় ফুলের গন্ধে, গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের মুকুট, ফুলের অলঙ্কারে ঠিক যেন মদনের রতি সেজেছি। তাতেও তৃপ্তি নেই, আবার আপনাদের জন্য এই অপূর্ব্ব কুসুমটি চয়ন কর্ত্তে গিয়েছিলুম! এই নিন মহারাজ, এর গন্ধে মোহিত হ'বেন।

(পুষ্প প্রদান।)

সখি, এস আজ তোমাদের দুজনকে ফুল দিয়ে আমরা পূজো কর্‌বো।

প্রবৃত্তি। তাইত, আজ যে দেখ্‌ছি তোমার ভারি ভক্তি, ভিতরে কিছু আছে নাকি ?

কুমতি। ভেতর বার আজ সমান। আসুন মহারাজ এই পুষ্পবাটীকায় উপবেশন করুন ; আজ মদনের পূজা হবে, আজ স্বয়ং মদন পূজা গ্রহণ করবেন।

মন। কোথায় তোমার মদন ?

কুমতি। বদনখানি দেখুন না মহারাজ ? আপনিই আমাদের মদন, আর রাণী প্রবৃত্তি আমাদের রতি। ঐ দেখুন চতুর্দ্দিক আমোদিত, কোকিল ডেকে উঠ্‌ল, অলি গুন্‌ গুন্‌ কর্চ্ছে,

ওলো তোরা আয়লো আয়, মদন এসেছে, মদন এসেছে, মদন এসেছে।

(চতুর্দ্দিকে ফুল ফুটিয়া উঠিল, ভ্রমর উড়িল, পাখীরা ডাকিতে লাগিল।)

(কুমতি সঙ্গিনীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

গীত।

ফুর্ ফুর্ ফুর্ ফুর্ বইছে হাওয়া সামলে থাকা দায়
কে কার সই, গায়ে পড়ে যাই, আয়লো সরে আয়॥
ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝির্ মলয় বাতাস বইছে ধীরে ধীরে।
শির্ শির্ শির্ শির্ শিউরে উঠি প্রাণ কেমন করে ;
চল্ চল্ চল্ চলে চল্ সই কাজ কি আর হেথায়,
কোথায় বঁধু শুধু শুধু এমন মধুরাতি বয়ে যায়॥

মন। তাইতো, তাইতো, বড় নেশা, বড় পিপাসা, সবই যেন হাঁসছে, সবই যেন ডাক্ছে। কাকে ছাড়ি কাকে ধরি? সবাই পরী সবাই পরী।

প্রবৃত্তি। মহারাজ কি পাগল হ'লেন ?

কুমতি। না সখি—এ মদনের বাণ।

মন। না না তোমরা জান না, অন্ধ অলি যেমন ফুলের গন্ধে

উল্লসিত হয়, আমি ঠিক তাই হয়েছি, আমি যেন হারিয়ে গেছি, সবাই ফুল, সবাই ফুল, একা আমি ভ্রমর, আমি ভ্রমর। গাও গাও আবার গাও, বড় পিপাসা।

কুমতি। স্থলপদ্মের মধুপান করুন, তৃষ্ণা নিবারণ হবে।

(মধু দান)।

মন। (পান করিয়া) না, এ তৃষ্ণা যায় না, কেবলই বাড়ে, তোমরা গাও। রাণী, কাছে এস। আজ তুমি বড় সুন্দর সেজেছো। কে তোমায় সাজিয়েছে রাণী? বাঃ বাঃ মরি মরি! তোমার সঙ্গিনীরাও ঠিক তোমার মত সেজেছে। আমি আমোদ করি, শুধু আমোদ, শুধু আমোদ; কাছে এস, কাছে এস, আমায় পাগল কোরো না?

প্রবৃত্তি। এই যে মহারাজ, আমি কাছেই আছি।

মন। আমায় ধরে বসো। সখি তোমরা গাও।

কুমতি। তাই বোস্ না বাপু। ওলো তোরা গা।

(কুমতির সঙ্গিনীগণের গীত।)

কোথা আর যাবে বঁধূ রাখব হৃদয়-মাঝারে।
দেখ্‌বো এবার কি করে আর ছেড়ে যাবে আমারে॥
চ'খে চ'খে মুখে মুখে,
বুকে বুকে, মন সুখে;
বাহু পাশে প্রেম ফাঁসে বাঁধব নাগর তোমারে॥

গেঁথে মালা গলে দিব বঁধূ,
প্রেম খেলা আজ খেলবো শুধু;
অধরে অধরে পিব প্রেম মধু, পালাবে বঁধূ কি করে ॥

চতুর্থ দৃশ্য ।

বনপথ ।

সুখ ও দুঃখ্ ।

সুখ। একি দুঃখ তুমি এখানে ?

দুঃখ। আরে একি সুখ, তুমি এখানে ?

সুখ। আমি ভাই এক যায়গায় চিরদিন থাকি না।

দুঃখ। সেই সময় আমি থাকি যখন তুমি থাক না।

সুখ। ওঃ তাই বুঝি দেখা সাক্ষাৎ নেই ?

দুঃখ। কখন আর হবে ভাই ?

সুখ। এখন তুমি থাক কোথায় ?

দুঃখ। তুমিও যেথায়।

সুখ। মানুষের মনে ?

দুঃখ। বল্লুম তো তুমিও যেখানে।

সুখ। এক জন্মে ? না— জন্মান্তর ধরে।

দুঃখ। যে যেমন কর্ম্ম করে। পূর্ব্বজন্মে ছিল রাজা এ জন্মে ভিখারী, আমি তাকে গিয়েই ধার।

সুখ। মধ্যে মধ্যে আমিও উঁকি মারি।

দুঃখ। সত্যি নাকি ?

সুখ। নয়তো কি।

দুঃখ। যেথায় সুখের গন্ধ পাই, ফাঁক পেলে, আমিও সেথায় যাই।

সুখ। তবে ত তুমি আমার ভাই ?

দুঃখ। আমিও বলি তাই।

সুখ। আমি মায়া দেবীর মায়া।

দুঃখ। আমি শাস্তি দেবীর ছায়া।

সুখ। আমাদের দুজনকেই যে ছাড়িয়ে যাবে, সেই শান্তি পাবে।

দুঃখ। তা হলেতো তার মায়া কেটে যাবে, মহামায়ার কোলে গিয়ে উঠ্‌বে।

(উভয়ের গীত।)

সু ও দুঃ। আমরা সুখ দুঃখ দুটী ভাই !
চলি দুজনে, আগে পিছনে যেথায় সময় সেথায় যাই !

সুখ। লোকে জন্ম জন্ম খোঁজে মোকে,

দুঃখ। আসতে হয় তাই আমাকে,

দুঃখ ও সুখ। (ভাবে) ডাকলে সুখ আসে দুঃখ, সুখকে ডেকে দুঃখ পাই।

সুখ।　　লোকে মত্ত হয় আমায় পেলে,
দুঃখ।　　বলে বাঁচি আমি দুঃখ গেলে ;
সু ও দুঃখ।　　সুখ দুঃখ দু'ভাই মিলে, মনের ভিতর খেলতে যাই ॥
দুঃ।　　আমি মায়া দেবীর মায়া ;
সু।　　আমি শান্তি দেবীর ছায়া ;
সু ও দুঃ।　　মোদের যারা এড়িয়ে যাবে, তারা শান্তি পাবে
শুনতে পাই ॥

সুখ। এখন কোথায় যাবে ?

দুঃখ। যেথায় তুমি র'বে ?

সুখ। একসঙ্গে নাকি ?

দুঃখ। তা হয় কি ?

সুখ। আমি যাব রাজবাড়ী।

দুঃখ। তোমার তাড়াতাড়ি, আমার একটু দেরী।

সুখ। ততক্ষণ কোথায় যাবে।

দুঃখ। ঐ যে স্নান করে যাচ্ছে ঘরে, এইবার ভগবানকে ডাকবে।

সুখ। ব্যাচারীকে ভোগাবে ?

দুঃখ। কি করি—পূর্ব্বজন্মে নিমন্ত্রণ করে রেখেছে।

সুখ। তাতেইত মাথা খেয়েছে।

দুঃখ। কি করি বল, মাটী কোপালেই ফসল কেউ পায় না, গাছ বেরুতে দেরী হবে। তবে পরজন্মে তোমায় পাবে।

সুখ। এখন চল, কোন দকে তুমি যাবে?

দুঃখ। তোমার উল্টো দিকে।

সুখ। তবে যাও, আমিও যাই।

দুঃখ। আ মও কি আর দাঁড়াই?

উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান!

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজন্তপুর সংলগ্ন গৃহ-দেবতার মন্দির সন্মুখ।

মন ও বুদ্ধি।

বুদ্ধি। এ কি মহারাজ, আপনি এত হাঁপাচ্ছেন কেন? আপনি কি অসুস্থ?

মন। না না মন্ত্রি, এটা হচ্ছে আমোদের একটা অঙ্গ আমোদ কর্লেই হাঁপাতে হয়। মন্ত্রি, আমোদ কি রকম বুঝ্তে পার্লে না? এতে পাগল করে দেয়, হাঁপায়, লাফায়, কাঁপায়, নাচায়, গাওয়ায়, হাসায়, কাঁদায়, এ যে না করে, সে বুঝ্তে পারে না—কাকেও বোঝান যায় না।

বুদ্ধি। তাইতো মহারাজ, এতে তাহ'লে কষ্টও আছে ?

মন। এ আর কষ্ট কি ? একে কষ্ট বলে না; ফুল তুল্‌বে কাঁটা ফুট্‌বে না ? মাছ ধর্‌বে কাদা লাগ্‌বে না ? এও তাই, ঠিক তাই।

(সুখের প্রবেশ।)

সুখ ! মহারাজ, অভিবাদন করি।

মন। কে তুমি ছোক্‌রা ?

সুখ। আজ্ঞে মহারাজ আমি সুখ, আপনার নিকট থাক্‌তে এসেছি।

বুদ্ধি। তুমি কোথায় থাক ?

সুখ। যেথায় যখন সময় হয়।

বুদ্ধি। এখন কি এখানে সময় হয়েচে ?

সুখ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মন। তা হলে তুমি কি এখানে বরাবর থাক্‌বে ?

সুখ। আজ্ঞে না, বরাবর আমরা কোথাও থাকি না।

মন। তোমার বদলে তখন কে থাক্‌বে ?

সুখ। আমার একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছে সে থাক্‌বে।

মন। তার নাম কি ?

সুখ। দুঃখ।

মন। (শিহরিয়া) ও বাবা, দুঃখ তোমার ভাই ?

সুখ। হ্যাঁ মহারাজ সত্যই তাই।

মন। তাইত, আগে সুখ, শেষে দুঃখ !

সুখ। মহারাজের ও তাই, তা সে ত ভাল কথা।

মন। বুঝ্‌তে পালুর্ম্‌ না

সুখ। মহারাজ, আগে আমায় রাখুন, ক্রমে সব বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

মন। কি বল মন্ত্রি, ছোকরা চালাক আছে খুব; বেশ,—তুমি আজ থেকে বাহাল হলে।

সুখ। যে আজ্ঞে। (মনকে ফুল ইত্যাদি দিয়া সাজাইল)।

মন। তুমি অন্তঃপুরে রাণীর নিকট থাক্‌বে, কেবল আমায় অন্দরের সংবাদ এনে দেবে।

সুখ। যে আজ্ঞে।

মন। চল, তোমাকে রাণীর কাছে পরিচয় করে দিই।

(সুখকে লইয়া মনের প্রস্থান।)

(অন্য দিকে বুদ্ধির প্রস্থান।)

(রতির প্রবেশ।)

রতির গীত।

ঢাল কাম, কলুষ ঢাল যদি হে মানবে উদয়।
আমি যে অবলা, রতি বিহ্বলা, বলনা এ জ্বালা আর কত সয়?
প্রবৃত্তি জাগিলে কি ভাবনা আর, নিবৃত্তিরে সবে করে পরিহার;
মনোবৃত্তি তার তোমায় বিহার, আমারে বাসনা হৃদয়ময়।
এস সখা এস, হৃদয়েতে ব'স হ'স হে মানব হৃদয় জয়।

(মনকে প্রলুব্ধ করিয়া গাইতে গাইতে রতির প্রস্থান।

(বেগে মনের পুনঃ প্রবেশ ।)

মন। কে গান গাইলে ? কোথায় গেল ?

(কুমতির প্রবেশ ।)

কুমতি। ঐ যে ঐ দিকে, বড় সুন্দরী, যাও না, ওকে ধর না।

মন। ধোর্‌বো ? ধরা দেবে কি ?

কুমতি। না ধরা দেয়, জোর করে ধর, তুমি রাজা, তোমার সব, তুমি সব উপভোগ কর্‌বে।

মন। তবে যাই, কি বল ?

কুমতি। হ্যাঁ, দেরী কোরো না। ঐ গান শোনা যাচ্ছে ঠিক ধোরো, আগে ভাল করে বুঝিয়ে বল, না শোনে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এস।

মন। যদি চেঁচায়, যদি গোল করে, যদি কেউ এসে পড়ে ?

কুমতি। তুমি শুন্‌বে কেন ? বল্লুম্ ত তুমি রাজা, কে তোমায় বাধা দেবে ? কার সাধ্য ? যাও, দেখ্‌ছি তোমার সাহস কম। এস, এই মদিরা পান কর, সাহস হবে, অসাধ্য যা ভাবছ, তা সাধ্য হবে।

মন। তাই দাও।

কুমতি। এই লও। (মদিরা প্রদান।)
আর দেবো ?

মন। দাও। (পান করণ।)

কুমতি। আর দেবো ?

মন। দাও। (পুনঃ পান।)

কুমতি। আবার দেবো ?

মন। দাও। (পুনঃ পান।) ব্যাস্ঃ এইবার যাব, এইবার যাব, এইবার ধোর্‌বো, কে বাধা দেয় দেখি, ঐ গান শোনা যাচ্ছে।

কুমতি। হ্যাঁ যাও, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার ভয় কি ? আমি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, চল।

মন। বাঃ, বাঃ, আমি রাজা, আমার পুত্রেরা সকলে এক এক জন ধনুর্দ্ধর, কাম, ক্রোধ, লোভ। সেনাপতি অহঙ্কার, মন্ত্রী বুদ্ধি, রাণী প্রবৃত্তিদেবী আর উপদেবী কুমতি আমার সহায়। সত্যি তো আমার অসাধ্য কিছু নয়, চল কুমতি তোমার সঙ্গে যাই।

(কুমতি ও মনের প্রস্থান।)

(পূজার উপকরণাদি হস্তে ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার প্রবেশ।)

নিষ্ঠা। কি গো, নৈবিদ্যি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

ধর্ম্ম। রাজার মন্দিরে।

নিষ্ঠা। কেন ?

ধর্ম্ম। রাজার হোয়ে পূজো কর্ত্তে যাচ্ছি।

নিষ্ঠা। তা আমাদের কি নৈবিদ্যি দিতে হবে ? রাজার কি ক্ষমতা নেই ?

ধর্ম্ম। রাজা পূজা বন্ধ করেচে, কোন খরচ দেয় না, কিন্তু রাজা এখন উন্মত্ত হয়েচে। আমি যে তাঁর পুরোহিত। আমি কি করে পূজো বন্ধ কোর্‌বো ?

নিষ্ঠা। কিন্তু এমন করে ঘর থেকে খরচ করে, তুমি আর কতদিন পূজো চালাবে?

ধর্ম্ম। যতদিন পারি আমারও কি একটা কর্ত্তব্য নেই?

নিষ্ঠা। তা রাজা যদি পূজো কর্ত্তে বারণ করে থাকে তো পূজো করা কেন?

ধর্ম্ম। তা নয় রে তা নয় পাগলি, রাজা ছেলে হওয়া অবধি উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছে, লোক জন তাই কেউ কাউকে মানে না। পূজার উপকরণ আর কেউ দেয় না, সকলে লুটপাট নিয়েই ব্যস্ত। আমি পুরোহিত, এই পুরের হিত করা আমার কাজ, নিত্য সেবা হয়, তাই বাড়ী থেকে পূজার উপকরণ নৈবিদ্য ইত্যাদি নিয়ে দেবতার পূজা কর্ত্তে যাচ্ছি। ছাড়্, পথ ছেড়ে দে বেলা হ'য়ে গেল।

(পুরোহিতের প্রস্থান।)

(রতির গানের সুর শোনা গেল)

নিষ্ঠা। তাই ত, রাজা ত এমনটি চিরদিন ছিলেন না—কেন এমন হলেন?

মন্দির সম্মুখে আসিয়াই রতি ক্ষিপ্রগতিতে গান করিতে করিতে মনকে প্রলুব্ধ করিয়া তখনই অন্য দিকে চলিয়া গেল। নিষ্ঠা একটু বিচলিত হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল।

(টলিতে টলিতে মনের পুনঃ প্রবেশ।)

সঙ্গে সঙ্গে কুমতি আসিয়া একটা কুটিল চাহনি চাহিয়া মনকে ইসারা করিল নিষ্ঠাকে ধরিতে।

মন। বাবা, খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি, কি সুন্দরি, গান বন্ধ কর্লে কেন চাঁদ? ওকি, আমায় দেখে যে একেবারে আড়ষ্ট? বেড়ে গান ধরে এদিক্ ওদিক্ লুকোচুরী খেল্‌ছ, এইবার ত ধরা পড়েছ চাঁদ।

নিষ্ঠা। ওমা! এ যে দেখ্‌ছি, রাজা মদ খেয়ে নেশায় ভোর। পাগলের মত কি আবোল তাবোল বক্‌ছে !

মন। কি চাঁদ কি মন্তর আওড়াচ্ছ? রাজি না নিমরাজি, খুলে বল চাঁদ? আমি রাজা দেখ্‌ছো, আমার যা খুসী তাই কর্‌ব", কেউ রুকৃতে পার্‌বে না বুঝলে? ভাল চাও তো চাঁদ বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়', তোমার পেছনে পেছনে ছুটে ছুটে আমি হাঁপিয়ে পড়েছি।

নিষ্ঠা। আজ্ঞে মহারাজ, আপনি কি বল্‌ছেন? আমি আপনার পুরোহিত-পত্নী?

মন। তা পূরো পেত্নীই হও, আর অর্দ্ধেক পেত্নীই হও, আজ আর ছাড়ান নেই।

নিষ্ঠা। (স্বগতঃ) এ বলে কি গো, রাজার ভীমরতি হোল নাকি? (প্রকাশ্যে) পথ ছেড়ে দিন, আমি বাড়ী যাই।

মন। চল আমি কোলে করে রেখে আসি, নৈলে চরণে ব্যথা লাগ বে চাঁদ। গান ছেড়ে যে বেয়াড়া তান ধর্‌লে প্রেয়সি?

নিষ্ঠা। ওগো কে কোথায় আছ আমায় রক্ষা কর।

মন। কার বাবার সাধ্য যে এখানে আস্‌বে, আর কেন ভোগাও, এস চাঁদ। তোমায় হৃদয়ে না ধ'র্‌লে এ জ্বালা মিট্‌ছে না। বুঝছ না চাঁদ, ভেতরে গরল ফুট্‌ছে? দেখ্‌ছ না, চোক্‌দে নাক্‌দে আগুনের ঝল্‌কা বেরুচ্ছে? না দেখ্‌ছি সহজে হবে না, আচ্ছা বাবা তাই হোক্—

(অগ্রসর হইয়া হস্ত ধারণ।)

নিষ্ঠা। কে আছ, আমায় রক্ষা কর,

(নেপথ্যে "ভয় নেই, ভয় নেই!")

(ধর্ম্মের পুনঃ প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। একি রাজা উন্মত্ত হ'য়ে আমার স্ত্রীকে আক্রমণ কচ্ছে। (হাত ছাড়াইয়া দিয়া, মনের ও নিষ্ঠার মাঝে দাঁড়াইয়া) মহারাজ, মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হোন্; একি! কুলকামিনীর প্রতি অত্যাচার কর্ত্তে উদ্যত হোয়েছেন?

মন। কে বাবা টিকিদাস? শাস্ত্র শোনাতে এসেছ? এখানে রতিশাস্ত্রের আলোচনা হ'চ্ছে. একটু ঘুরে এস বাবা। দেখ্‌ছো না হাত জোড়া, এখানে কিছু হবে না।

(মন পুনরায় নিষ্ঠাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

ধর্ম্ম। মহারাজ, আমি আপনার পুরোহিত, আপনার মঙ্গলের জন্য নিত্য পূজা ক'রে থাকি, আমার উপর অত্যাচার কোর্‌বেন না। (মন পুনরায় নিষ্ঠার হস্ত স্পর্শ করিতেই, পুরোহিত

হাত ছাড়াইয়া দিয়া) সতীর অপমান কোরবেন না। (পুরোহিত নিষ্ঠাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল)

মন। (অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) বড় যে চ্যাটাং চ্যাটাং বল্‌ছ বুড়ো ইয়ার—জান কে আমি ? আমি রাজা, আগে আমার ভোগ চাই, তারপর পেসাদ পেও। (হঠাৎ গলার স্বর বদলাইয়া) ভট্‌চাজ, ব'লে ক'য়ে রাজী করাও—পুরস্কার পাবে। কেন বাবা গোল কর, আমার ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাক্‌বে না, বুঝ্‌লে ? না পেরে থাক সরে পড়'। (পুনরায় ঘুরিয়া নিষ্ঠাকে আক্রমণ করিতে গেল।)

ধর্ম্ম। (স্বগতঃ) তাইতো, এই নরাধম দেখ্‌ছি কিছুতেই কথা শুন্‌বে না। মদিরায় উন্মত্ত হ'য়ে গুরুপত্নী হরণ কর্ত্তে প্রস্তুত। ব্রহ্মণ্যদেব, বল দাও, (সবলে রাজার হস্ত হইতে পত্নীকে ছাড়াইল মন ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া গেল) নরাধম, নরকের কীট, তোমার এতদূর অধঃপতন হয়েছে ? নিষ্ঠা, সাধ্বী, তুমি পালাও, আর তিলার্দ্ধ এস্থানে থেক' না।

(নিষ্ঠার প্রস্থান।]

মন। (উঠিতে চেষ্টা করিয়া) বটে, এতদূর স্পর্দ্ধা ? কে আছ ?

(অহঙ্কারের প্রবেশ)

অহঙ্কার। মহারাজ !

মন। এই টিকিদাস বেটাকে বাঁধ, পিছমোড়া ক'রে বাঁধ।

(অহঙ্কার কর্ত্তৃক তথা করণ)

আমার কাছে নিয়ে এস।

(অহঙ্কার কর্ত্তৃক তথা করণ)

মন। (টিকি ধরিয়া) কি বাবা নড়না যে, এইবার টিকি ধরে ঝুলিয়ে রাখি, কি বল? আমার মুখের গ্রাস কেড়েছ? এইবার কি হাল হয় দেখ, (অহঙ্কারের প্রতি) যাও একে ঐ বৃক্ষে বন্ধন কর, ওর স্ত্রীকে ধরে আন্‌তে লোক পাঠাও, ওর সাম্‌নে নীচ লোক দিয়ে ওর স্ত্রীকে অপমান কর ও স্বচক্ষে তা দেখুক্, তারপর ওর ছিন্ন মুণ্ড্ এনে আমায় দেখাও, যাও!

(ধর্ম্মকে লইয়া অহঙ্কারের প্রস্থান।)

আঃ আবার মন্ত্রী আস্‌ছেন, যত বাখড়া এই সময়।

(বুদ্ধির প্রবেশ)

বুদ্ধি। মহারাজ, পুরোহিতকে বন্ধন কর্‌লেন কেন?

মন। আমার খুসি।

বুদ্ধি। পুরোহিত, পুরের হিতকারী—

মন। তা বেশ জানা গেছে, পুরের হিতকারী হোক্ আর নাই হোক্, আমার খুব হিতকারী বটে।

বুদ্ধি। আজ কয় দিন হ'তে রাজকোষ শূন্য, এমন কি গৃহ-দেবতার পূজার উপকরণ ব্রাহ্মণ নিজ হ'তে দিয়ে পূজো চালাচ্ছেন।

মন। আজ হ'তে এ পুরীতে পূজা টুজা চল্‌বে না। গৃহদেবতা, গৃহদেবতা কেবল ব'সে ব'সে খাবেন, কেন কিসের গৃহদেবতা! এই সব বাজে খরচেইতো রাজকোষ শূন্য হ'য়েছে। দেখ, আজ থেকে

পূজার ঘরে তালা বন্ধ কর, কেউ যেন সেখানে প্রবেশ না করে, যাও, আবার দাঁড়িয়ে কেন ?

বুদ্ধি। আজ্ঞে, যাচ্ছি মহারাজ, অন্যান্য খরচ পত্রেরও টানাটানি, রাজকোষ অর্থশূন্য।

মন। রাজকোষ অর্থশূন্য! প্রজারাত অর্থশূন্য নয় ? তুমি যাও আমি তার ব্যবস্থা কর্চ্চি।

(বুদ্ধির প্রস্থান।)

সবাই যেন আমায় পাগল ক'রেছে ; মনে কর্‌লুম্ পুত্র হ'য়েছে, তাহাদের উপর রাজ্যভার দিয়ে কেবল আমোদ উপভোগ ক'র্‌ব, তা নয়, রাজকোষ শূন্য, গৃহদেবতার পূজা বন্ধ, তা আমি কি কর্‌বো ?

(সুখের প্রবেশ।)

তোমার আবার কি সংবাদ ?

সুখ। রাজপুত্রেরা সংবাদ দিলেন যে একজন পুত্রহীন ধনাঢ্য প্রজা তীর্থ পর্য্যটনে যাবে, সে তার সর্ব্বস্ব রাজভাণ্ডারে জমা রাখ্‌তে চায়, যদি সে বেঁচে ফিরে আসে, তবেই তার ধন সে ফিরে পাবে, নচেৎ রাজাই সে ধনের অধিকারী। কোটী স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে এনেছে।

মন। বটে, বটে,। এ যোগাযোগ কে কর্‌লে বল'ত ?

সুখ। আজ্ঞে মহারাজ আপনার তৃতীয় পুত্র।

মন। লোভ ? বাঃ চমৎকার ছেলে, বাহাদুর ছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে, যাও, মন্ত্রীকে বল, তার রত্ন সব রাজভাণ্ডারে জমা

রাখুক। আর, আমার মোহারাঙ্কিত রসিদ্‌ তাকে দিতে বল। আর দেখ, চুপি চুপি সেনাপতিকে পাঠিয়ে দাও তো? দেখ সুখ, তুমি বড় ভাল ছেলে, ভারী পয়মন্ত, তুমি এসে আমার বাড়বাড়ন্ত হ'য়েছে, তোমাকে আমি খুব খুসী কোর্‌বো, আর কত দিন এখানে থাক্‌বে?

সুখ। আর বেশী দিন নয়?

মন। আচ্ছা, এখন যাও, আমি তোমায় খুসী ক'র্‌বো, সে মনে থাক্‌বে।

(সুখের প্রস্থান।)

না, সুখ, ছোক্‌রা ভাল, ছোক্‌রা ভাল, ভারি পয়মন্ত।

অহঙ্কারের প্রবেশ।

অহঙ্কার। মহারাজ কি আমায় স্মরণ করেছেন?

মন। হঁ্যা শোন, তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে হবে, দেখ, একজন ধনবান্ প্রজা কোটী স্বর্ণমুদ্রা রাজভাণ্ডারে জমা রেখে, তীর্থ যাত্রা ক'র্‌ছেন, অর্দ্ধপথে তাকে বিনাশ কর্ত্তে হবে, বুঝলে? রাজকুমার লোভ তাকে এনেছে, তুমি গেলেই তাকে দেখ্‌তে পাবে; তার সঙ্গ নাও। বুঝ্‌লে, টাকা আর না ফিরিয়ে দিতে হয়, ভাণ্ডারে টাকার বড় অভাব।

অহঙ্কার। যে আজ্ঞে—

মন। আর দেখ সেই টীকিদাস বেটার স্ত্রীকে ধ'র্‌তে কাকে পাঠিয়েছ? তারা কি তাকে ধরেছে?

অহঙ্কার। আজ্ঞে তাকে পাওয়া যাচ্চে না, বোধ হয়, সে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে।

মন। আচ্ছা, আমি তার ব্যবস্থা কচ্চি, তুমি যাও।

ব্যাস্, অনেকটা নিশ্চিন্ত।

(বিবেকের প্রবেশ।)

মন। এ্যাঁক! তুমি সহসা কোথ্‌থেকে এলে। তোমায় ত ডাকিনি।

বিবেক। আমায় কেউ ডাকে না, আমি আপনিই আসি। পিতঃ, আজ্‌কের ঘটনায়ও কি আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হবে না? আপনি পুত্র হ'য়েছে ব'লে উন্মত্ত হ'য়েছেন—ও পুত্র নয় শত্রু, সমস্তই মায়া। ঐ মানস-উদ্ভুত পিতৃদ্রোহী পুত্রলাভ করে উন্মত্ত পিশাচবৎ কামোন্মত্ত হ'য়ে আজ আপনি গুরুপত্নী হরণ কর্ত্তে গিয়েছিলেন, ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে ব্রাহ্মণ বধের আদেশ দিয়েছেন, আর লোভে অন্ধ হ'য়ে পরস্ব হরণ করেও আপনার তৃপ্তি নাই, অর্থ লোভে গচ্ছিতকারীর মৃত্যুর ব্যবস্থা কর্ত্তেও আপনি দ্বিধা করেন নি, আপনাকে ধিক্।

মন। তাইতো, তুমি যে বড় কড়া কথা বল্‌ছ দেখ্‌ছি।

বিবেক। বল্‌ব না? একবার ভেবে দেখুন দেখি, আপনি কি ছিলেন আর কি হ'য়েছেন? আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ছিলেন, এখন মল পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় বায়ুর ন্যায় দূষিত হ'য়েছেন। আপনি রাজা ব'লে অভিমান করেন, আপনার রাজ্য কোথায়? কয়দিনের

জন্য—তাকি একবার ভেবে দেখেছেন ? পুত্র পরিজন এ সবই মায়া, ভৌতিক ইন্দ্রজাল মাত্র, কেউ আপনার সঙ্গে যাবে না মহারাজ, অধিক আর কি ব'লব, আপনার জন্য বড় দুঃখ হয় তাই আসি। নইলে এরূপ নারকীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠানকারীর মুখদর্শন পর্য্যন্ত কর্ত্তে নাই !

মন। আচ্ছা, আচ্ছা. থাক্, থাক্, বেশ বক্তৃতা করেছ। শোন দেখি, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমিত বন্দী ছিলে, কি করে এখানে এলে ?

বিবেক। আমাদের কি কেউ বন্দী কর্ত্তে পারে ?

মন। তোমার মাও কি তোমার মত বেড়িয়ে বেড়ান।

বিবেক। না, তিনি আপনার আশাপথ চেয়ে কুটীরেই ব'সে থাকেন, বলেন, "আমার স্বামী একদিন নিশ্চয়ই আস্‌বেন।—যখন পাপের ভরা পূর্ণ হবে, যখন বুঝ্‌বেন, রূপের পিপাসা কখনও মিটেনা, লোভে পড়্‌লে লোকের কি সর্ব্বনাশই না হয়, তখন আপনি নিশ্চয়ই সেখানে যাবেন।" মহারাজ, আপনি যে কি চান্, তা আমি জানি, কিন্তু আপনি তা পান্ না ? তার বদলে প্রাণান্তকর গরল পান কর্চ্চেন।

মন। তাইতো, তাইতো, তুমি বলছ মন্দ নয়, একটু বুঝ্‌তে হবে, দেখ আমি লুকিয়ে একদিন তোমার মাকে দেখে আস্‌ব। তুমি এসে আমায় নিয়ে যেও। শুধু দেখে আস্‌ব। এখন নয়, আজ নয়, সে একদিন আমি ব'লে দেব। এখন আমি যাই, কে কোথা থেকে আবার দেখ্‌বে—আমি যাই। আচ্ছা আজ তুমি এস, আমি

চল্লেম, আমি, আমি, আমার—আমার সংসার, আমার পুত্র, যাই অনেকক্ষণ তাদের ছেড়ে আছি।

(মনের প্রস্থান।)

বিবেক। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) এখনও দেরী আছে।

বিবেকের গীত।

আমি আমি বলে কারে ভাব মন।
কে তুমি—তোমার কে আপন ॥
যে আমিতে সেই "আমি" পাবে কর না তার অন্বেষণ।
আমার, আমার—পুত্র-পরিবার ---
আমি কিন্তু কে ঠিকানা নাই তার ;
পঞ্চভূতে আমায় দিয়েছে আকার,
দিয়ে নিতে তার কতক্ষণ ॥
তখন আমি কোথা যাবে, অনন্তে মিশাবে,
অনন্তই রবে নিদর্শন !
বিমনা হোয়ো না, বিপথে যেও না,
সে পথে পাবে না নিত্যধন।
চল সত্য পথে বিবেকের সাথে,
হৃদয়ে হেরিবে নব বৃন্দাবন।

— —

(বিবেকের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মনের বহির্ব্বাটী।

কাম, ক্রোধ ও লোভ।

কাম। বাসনায় যেমন জীবের সৃজন,
সেইরূপ প্রবৃত্তি সংযোগে
মনের ইচ্ছায় জনম মোদের।
তিন ভাই ক্রমান্বয়ে জন্মেছি সবাই।
করেছিল কামের বাসনা,
পুরেছে কামনা,
কামরূপে জন্মিয়াছি আমি।
অভিন্ন হৃদয় ক্রোধের উদয়
হ'ল অতঃপর।
ক্রমে রাজা লোভেতে পড়িল,
লোভ জনমিল,
তিন ভাই মিলিনু এ পুরে।
এবে রাজা উন্মত্তের প্রায় মোদের সেবায়,
ভ্রমিছে ধরায় অবিরত;

কামে অবসন্ন, ক্রোধে জ্ঞান শূন্য,
লোভে আত্মহারা রাজা
রাজ কার্য্যে দিয়া জলাঞ্জলি।
ভ্রমে শুধু রিপু তাড়নায়

ক্রোধ। কহ এবে কি কার্য্য মোদের ? এখনও বিবেক আসি
দেখা দেয় রাজার হৃদয়ে।
ক্রোধে জ্ঞান শূন্য রাজা,
ব্রাহ্মণের বধ আজ্ঞা দিল,
বিবেক পৌঁছিল.
সব পণ্ড হ'ল,
বৃথা জন্ম মম, ব্রাহ্মণ পাইল মুক্তি।
কহ কি করিলে বিবেক মরিবে,
বৃশ্চিক দংশন সম জ্বলিছে হৃদয় মম,
হায় এত করি আধিপত্য রাখিতে নারিনু।

লোভ। লোভে পড়ি পরস্ব করিল চুরি,
গচ্ছিত রতন করিয়া হরণ,
পুনঃ তারে দিল ফিরাইয়া।
পর নারী লোভ হইল বিফল,
এ সকল বিবেকের ফল,
এস সবে করিব কৌশল.
যাহে বিবেকের সনে না হয় সাক্ষাত আর।
চাই পুনঃ অধিকার মোসবার,

বৃদ্ধ রাজা কি করিবে আর,
তিন ভাই করিব শাসন;
এ রাজ্য এখন—
প্রাণ পণ আমা সবাকার।

কাম। ঐ দেখ মতিচ্ছন্ন মন আসিছেন দূরে।
সাথে অহঙ্কার কি ভাবনা আর
আমি আমি ব'লে, জ্ঞান শূন্য হ'লে,
কি অসাধ্য রহিবে মোদের?
চল যাই অন্তরালে,
শুন কিবা বাসনা রাজার।

(সকলের প্রস্থান।)

মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধির প্রবেশ।

বুদ্ধি। আমি বলি, মহারাজ এখন বৃদ্ধ হ'য়েছেন. রাজকার্য্য কুমারদের হস্তে অর্পণ করুন,—তা হ'লে আপনি নিশ্চিন্তে আমোদ কর্ত্তে পার্‌বেন। আর কুমারেরাও ত বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়েছেন।

মন। তুমি যা বল্‌ছ সব সত্য মন্ত্রি। কিন্তু ভাব্‌ছি রাজকুমারেরা সব এখনও ছেলে মানুষ, সকল দিক্ সাম্‌লে চল্‌তে পারবে কি? দেখ, সেই বিবেক আবার এসেছিল, অনেক কথা ব'লে গেছে, তাই যেন আমি একটু মুশ্‌ড়ে গেছি নইলে তুমি কি মনে কর আমি অক্ষম—তা নয়।

অহঙ্কার। মহারাজ, সেটা পাগল, সেটা আপনাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করে।

মন। আচ্ছা সেনাপতি, তার মাকে ত দেখেছ? সে নাকি এখন বড় সুন্দরী হ'য়েছে?

বুদ্ধি। আরে ছ্যা, ছ্যা তার বয়সের গাছ পাথর নেই, একটা বুড়ী, রাত দিন তিন মাথা এক ক'রে ব'সে আছে, বলে রাজা আস্‌বে, তাকে সোহাগ ক'রবে, সে সেই অপেক্ষায় আছে।

মন। বল কি, একটা বুড়ী? আমি মনে করি কত না জানি সুন্দরীই হ'য়েছে। কিন্তু তার ছেলে বিবেকের ত বেশ চেহারা, তাই মনে করেছিলুম, সেও এখন বোধ হয় রূপবতী হ'য়েছে; তা নয়? এঃ, রামচন্দ্র, যা বলেছ সেনাপতি, ঐ বিবেকটা আমার মাথা খেতেই আসে, এসে কেমন মাথা গুলিয়ে দেয়। সেদিন তার কথা শুনে প্রাণটায় কেমন অনুতাপ এল, সেই টিকিদাস বামুনটাকে ছেড়ে দিলুম, মাগীটারও কোন খোঁজ নিলুম না। অত গুলো টাকাও ছেড়ে দিতে হ'ল। যাক, বেটাকে আর আস্‌তে দেব না, বেটা যাদুকরই বটে, আসে আর তাক্ লাগিয়ে দেয়। আমি রাজা, আমায় কিনা উপদেশ দিতে আসে!

অহঙ্কার। তাইতো বল্‌ছি মহারাজ, আপনি হ'লেন হৃদয়পুরের প্রবল প্রতাপান্বিত অধিপতি, আপনাকে কিনা একটা ভবঘুরে—চাল চুলো নেই, বক্তৃতাবাগীশ এসে উপদেশ দেয়? আমি অহঙ্কার—আপনার সেনাপতি, মহা কৌশলীবুদ্ধি—আপনার মন্ত্রী, স্থির যৌবনা মহারাণী প্রবৃত্তি—আপনার পাটরাণী, মহাপরাক্রমশালী কাম,

ক্রোধ, লোভ—আপনার পুত্র। আপনি কি একটা ভবঘুরের কথায় বিশ্বাস করেন?

মন। আর না সেনাপতি, তোমার কথাই রাখবো। মন্ত্রী, আমি ছেলেদের উপরই রাজ্যভার অর্পণ ক'রবো। তাইত! কেন? আমোদ ক'রবো না কেন? খালি রাজ্যকার্য্য, রাজকার্য্য,—কিসের রাজকার্য্য? আমোদ ক'রে নেওয়াই ভাল। আমি রাজা, এ রাজ্যের অধিপতি, আমি ভোগ ক'রবো না ত ভোগ ক'রবে কে? দাঁড়াও না, আগে ছেলেদের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি, তারপর প্রাণভরে আমোদ ক'রবো। কেবল আমোদ, কেবল ভোগ, কেবল আমোদ, কেবল ভোগ। এই কে আছিস্, কুমতি সঙ্গিনীদের পাঠিয়ে দিতে বল্।

কুমতি সঙ্গিনীদের প্রবেশ।

গীত।

এ কি আল্‌গা বাঁধন অমনি খুলে যাবে?
এতে দুঃখ পেলেও তবু সুখ মনে হবে॥
ছাড়ি ছাড়ি তবু ছাড়িতে পাবে না,
ছাড়িলে বাঁচিবে, ছাড়িতে পার না;
বারে বারে, তাই করি আনাগোনা—
এত সুখ বঁধূ আর কোথা পাবে॥
কি রবে কি যাবে, ভেবে কিবা হবে,
যাতো মনঃসুখে কেন মনোদুঃখে রবে॥

(কুমতি সঙ্গিনীদের প্রস্থান)

কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ।

মন। এস, এস, আমি তোমাদের ডাকৃতে পাঠাব মনে করে-ছিলুম। দেখ কাম, তোমরা সব বড় হ'য়েছ, এখন তোমরাই সব রাজকার্য্য পরিচালনা কর,—আমার দ্বারা আর ওসব রাজকার্য্য করা সম্ভব হবে না। তাই স্থির ক'রেছি তোমাদের এই হৃদয়পুরের আধি-পত্য প্রদান ক'রে, আমি বিশ্রামসুখ লাভ ক'রবো। আজিই শুভদিন, আজই আমি তোমাদের অভিষেক্ কার্য্য সম্পন্ন কর্ত্তে চাই। দেখ কাম, দেখ ক্রোধ, দেখ লোভ, এ রাজ্যে তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার, নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন কর। আমায় অবসর দেওয়া তোমাদের উচিত। এখন তোমাদের পুত্র, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে নিয়ে নৈরাশ কাননে ক্রীড়া করে দিন কাটাবো স্থির ক'রেছি। সেনাপতি, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে সংবাদ দাও যে আজই রাজকুমারেরা অভিষিক্ত হবেন। মন্ত্রী, এই সব রাজকুমারদের আজ থেকে তুমিই অভিভাবক হ'লে, কামকে রাজকার্য্যে সুশিক্ষিত ক'রবে, ক্রোধকে ক্ষাত্রবিদ্যায় পারদর্শী ক'রবে, আর লোভকে অর্থশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক'রে তুলো, তা হ'লে এই হৃদয়পুরে আর কোন ভাবনাই থাকৃবে না। চল বৎসগণ, তোমাদের সিংহাসনে বসিয়ে আমি নয়ন মন চরিতার্থ করিগে।

(সকলের প্রস্থান)

———৪———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নৈরাশ-কাননস্থ মনের বাটি।

মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

গীত।

সকলে। বাঃ বাঃ বাঃ কি মজা কি মজা কি মজা!
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে মন রাজা॥
মোহ। আমি কামের পুত্র তাঁরই অগ্রদূত,
মোহে পড়ে মন রাজার হয় বেজায় কামের জুত্।
সকলে। সবাই মিলে হাসাই কাঁদাই সয়ে যায় দিই যে সাজা॥
মদ। মদ গর্ব্বে মত্ত হলে মন, জ্ঞান থাকে তার কতক্ষণ,
আমায় বলে ক্রোধের ছেলে অহঙ্কারের আকর্ষণ;
সকলে। তাই সকলে মিলে জ্বলে করি তার হাড় ভাজা ভাজা॥
মাৎসর্য্য। আমি মাৎসর্য্য লোভের বংশ;
করি মনের বিবেক ধ্বংস।
সকলে। কাণে ধরে উঠাই বসাই সাজাই তারে সং সাজা।

(গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান)

মনের সহিত মোহের পুনঃপ্রবেশ।

মোহ। দাদা মশাই!

মন। কি দাদা?

মোহ। আমি ঘোড়া চ'ড়বো।

মন। চড়না দাদা।

মোহ। সে ঘোড়া নয়, তুমি ঘোড়া হ'বে, আমি তোমার উপর চড়বো।

মন। বল কি? আমি ঘোড়া হব! আমি যে ভাই রাজা!

মোহ। হ্যাঁ, বাবা ত রাজা হ'য়েছে, তুমি আবার রাজা কিসের! ঘোড়া হবে না? যাই ঠাকুরমাকে বলে দিইগে?

মন। না না না ঘোড়া হচ্ছি। (মনের ঘোড়া হওন)।

মোহ। আমি চড়ি!

মন। চড়।

মোহ। (চড়িয়া) হেট্ ঘোড়া হেট, চল না।

মন। আবার চল্‌তে হবে?

মোহ। চ'লতে হবে না, আমি বুঝি শুধু শুধু চড়ে থাক্‌বো? দাঁড়াও একটি লাগাম আর একটি চাবুক আনি।

মন। লাগাম চাবুকে কি হবে?

মোহ। তা হ'লেই ঠিক হবে, লাগাম ধরে টান্‌লে মোড় ফির্‌বে, আর চাবুক মারলে দৌড়াতে পারবে।

(মোহের প্রস্থান)

অপর দিক দিয়া মদের প্রবেশ।

মদ। দাদামশাই।

মন। তোমার আবার কি?

মদ। তুমি এস'ত, পাশের বাগানে, মাগী গুলো জল নিতে এসেছিল, আমি তাদের কলসী ভেঙ্গে দিয়েছি, তারা আমায় বকলে? চলত' দাদামশাই ইট মেরে মাগীদের মাথা ভেঙ্গে আসি।

মন। তাদের কলসী ভাঙ্গলে, আবার মাথা ভাঙ্গবে?

মদ। ভাঙ্গবো না? তুমি যাবে কিনা বল? যাবে না? যাই ঠাকুরমাকে বলিগে দাদামশাই আমার একটি কথাও শোনে না।

মন। না দাদা, চল মাথা ভেঙ্গে আসি।

(মন ও মদের প্রস্থান)

মাৎসর্য্যের প্রবেশ।

মাৎসর্য্য। ওদের বাগানে কেমন আমগুলি পেকে টুসটুস করছে, আমাদের পাঁচিলের ধারেই গাছ, দাদামশাই কোথা গেল!

মনের পুনঃপ্রবেশ।

এই যে দাদামশাই! আমি তোমায় খুঁজছি।

মন। কেন তোমার আবার কি প্রয়োজন?

মাৎসর্য্য। দেখ দাদা, ঐ গাছে কেমন আমগুলো পেকে রয়েছে, আমি নেব।

মন। ও যে পরের জিনিষ দাদা।

মাৎসর্য্য। হ'লেই বা পরের জিনিষ, ওরা' ত গরীব লোক, ছোটলোক, ওরা আমাদের কি ক'রবে? আমি নেব।

মন। (স্বগত) এ শালা লোভের পুত্র কিনা! (প্রকাশ্যে) তা আমায় কি কর্ত্তে হ'বে?

মাৎসর্য্য। তুমি ঐ পাঁচিলের ধারে দাঁড়াও—আমি তোমার কাঁধে চড়ি।

মন। কেন, আমি একটা মই নিয়ে আসি না?

মাৎসর্য্য। না, না, মই চাই না, তুমি দাঁড়াবে কিনা বল, নইলে আমি ঠাকুরমাকে বলে দিইগে।

মন। না, না, আর বলতে হবে না, চল আমি দাঁড়াচ্ছি।

(প্রাচীরের নিকট মন দাঁড়াইল, মাৎসর্য্য মনের স্কন্ধে উঠিয়া ফল লইয়া প্রস্থান করিল।)

মন। শালারা আমায় যেন পাগল করে তুলেছে, আমি রাজা, আমার দুর্দ্দশা দেখ! তিন পুত্রকে রাজ্যপাট ছেড়ে দিয়েছি; তিন শালা নাতিকে নিয়ে মনের সুখে বেড়াব মনে করেছিলুম, তা শালারা যেন আমায় চরকা ঘুরণ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? নিঃশ্বেস ফেলতে সময় দেয় না। কোন শালা বলে ঘোড়া হও, কোন শালা বলে ম্যাড়া হও, শালারা আমার উপর দিয়ে চিড়িয়াখানার সাধ মিটিয়ে নেয়। আচ্ছা, ক'দিন আর সেই বিবেককে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তার কি কোন অসুখ বিসুখ হ'ল। ঐ না কে আসছে, তাইত, এ কে রে! রুক্ষুমাথা, রুক্ষু চুল, গায়ে যেন খড়ি উঠছে, দেখে ভয় পায়! তুই কে রে, কি চাস?

দুঃখের প্রবেশ।

দুঃখ। মহারাজ, আমি সুখের ভাই দুঃখ, সে চলে গেছে, আমি তার জায়গায় কাজ কর্ত্তে এসেছি।

মন। এ্যাঁ! সুখ চলে গেছে! কখন গেল আমায় ব'লেও গেল না।

দুঃখ। আজ্ঞে সে ঐ রকম, কখন যায় কখন আসে, কেউ টের পায় না।।

মন। তাইতো, চলে গেল! সে বড় পয়মন্ত ছিল হে। তা তুমি তার কি হও বল্‌লে?

দুঃখ। আজ্ঞে আমি তার ভাই, সে যেথায় যায়, আমিও সেথায় যাই, তবে দুদিন আগে আর পিছে।

মন। তাই বুঝি তুমি এসেছ?

দুঃখ। আজ্ঞে হাঁ, এখন আমায় তাড়ালেও যাব না, আমার ভাই না এলে আমার যাবার উপায় নেই। এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

মন। তা যখন এসেছ দুদিন থাক, না থেকে'ত আর যাবে না? থাক, রাজ বাড়ীতে জায়গার ত অভাব নেই। তবে কি জান, এখন আর আমি রাজা নই, রাজ্য পাট ছেলেদের ছেড়ে দিয়েছি,, আমার কাছে এখন থাক, ছেলেদের ব'লে কয়ে পরে মাহিনা ক'রে দেব।

দুঃখ। আমরা বিনা বেতনে কাজ করি।

মন। ওহো সুখও তাই বলে ছিল বটে, তাকে পুরস্কার দেব

বলেছিলাম্, সে তাও না নিয়ে চলে গেল। তা থাকো না, অম্‌নি থাক্‌বে, মাহিনা নেবে না, এতে আমার ছেলেরা ভারী খুসী হবে। কি জান এখনকার ছেলেরা বড় হিসেবী, বিশেষ আমার ছোট ছেলে লোভ, ভারী হুসিয়ার, চাকর বাকরদের মাহিনা-থেকে কত টাকা কেটে বার ক'রে; তার হাতেই সব, সেই হিসেব রাখে।

দুঃখ। এখন আমায় কি কর্ত্তে হবে অনুমতি করুন।

মন। তুমিও অন্দরে যাও, তোমার ভাইয়ের কাজ করগে, রাণীকে বলগে যে তুমি সুখের ভাই দুঃখ, তোমার পালা খাটতে এসেছ, যেমন আমায় বোঝালে, তেমনি রাণীকে বুঝিও, যাও।

(দুঃখের প্রস্থান)

মন। সুখ গেলেন, দুঃখ এলেন। আসাও যেমন, যাওয়াও তেমনি; তিনি এসেছিলেন খপ্ ক'রে, গেলেন ফুস্ ক'রে। ইনিও তো এলেন খপ্ ক'রে, এখন যাবেন কি ক'রে তা উনিই জানেন। এঁকে দেখে তো বোধ হয় ভাল ক'রেই জানিয়ে যাবেন, কিন্তু সুখ বড় পয়মন্ত ছিল, সে এসেই আমার বাড় বাড়ন্ত হয়েছিল; ইনিই কি করেন তা বিধাতাই—(জিভ্ কাটিয়া) ঐ যা! আজ আবার মুখ থেকে ও কথা বেরুল কেন? বিধাতা, বিধাতা! বিধাতা কি? বিধাতা কে? বিধাতা থাকলেতো আমার কিছুই থাকে না। না, না, বিধাতা বলে কেউ নেই, সব আপনা-আপনি হচ্ছে—যাচ্ছে।

(নেপথ্যে) বিবেক। বিধাতাই সৃষ্টির মূল, কর্ত্তা ভিন্ন কি কর্ম্ম হয় মহারাজ ?

মন। কে একথা বললে ! বিধাতাই সৃষ্টির মূল ! কর্ত্তা ভিন্ন কর্ম্ম হয় না ! কে তুমি ! কে বললে—

(বিবেকের প্রবেশ।)

বিবেক। আমি বলেছি পিতা।

মন। দেখ, আজ হঠাৎ মুখ দিয়ে বিধাতা কথাটি বেরিয়ে গেল ! তুমি ব'লছ বিধাতা আছেন ? কেউ দেখেছে বিধাতা আছেন ?

বিবেক। আপনি দেখেন'নি ব'লে কি কেউ দেখে'নি ? দিনের বেলায় তারা দেখা যায় না ব'লে কি তারা নেই ?

মন। কারুকে ব'লতেও তো শুনিনি যে বিধাতাকে দেখেছে ?

বিবেক। কারণ যে দেখেছে, সে বলতে পারে না।

মন। কেন ! সে কি বোবা হ'য়ে যায় ?

বিবেক। এক প্রকার তাই, এমন ভাষা নেই যে ব্যক্ত করা যায়।

মন। তুমিও' ত বেশ বোঝাচ্ছ ! তবে কি ক'রে লোকে বুঝবে যে তিনি আছেন ?

বিবেক। যে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা ক'রে, সে তাঁর সাক্ষাৎ পায়। তবে তিনি অব্যক্ত, যে বোঝে সে কারুকে বোঝাতে পারে না, যেমন বোবার চিনি খাওয়া। অনন্ত শূণ্যের মধ্যে তিনি

অনন্ত চৈতন্য স্বরূপ সুপ্ত ছিলেন। তিনি কেঁপে ছিলেন, তাই বায়ু হ'য়েছে, বায়ু হ'তে অগ্নি হ'য়েছে, অগ্নি হ'তে জল, জল হ'তে মেদিনী, একেই পঞ্চভূত বলে. পঞ্চভূত হ'তেই জীবের সৃষ্টি। তবেই দেখুন সেই পঞ্চভূতের মূল যে বস্তু তা কি জীব মধ্যে নাই ?

মন। (চিন্তা করিয়া) আছে।

বিবেক। সমস্ত স্থাবর জঙ্গম হ'তে কীট পতঙ্গাদির পর্য্যন্ত ভিতরে তিনি আছেন। তিনি চালান তাই চলে; তিনি বলান তাই বলে, তিনি করান যা, মানুষ তাই করে।

মন। তবে আমি কে ?

বিবেক। তাঁ হ'তে উৎপন্ন, তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর দাসানুদাস। এখানে তিনি কর্ত্তা—আপনি নন, সেই চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ব্যতীত আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কিছু নাই।

মন। তুমি দেখছি আমায় বড়ই গুলিয়ে দিলে, আচ্ছা চল, তোমার মাকে দেখে আসি ; সেখানে তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রবো, এস্থান সুবধের নয় ; দেখ, যে দিন থেকে তুমি বলেছ, তিনি আমার প্রতীক্ষায় আছেন, সেইদিন থেকেই যাব যাব মনে করি, কিন্তু যেতে সময় পাই না।

বিবেক। যখন ইচ্ছা হ'য়েছে, এইবার যাবেন।

মন। নারীদের লয়ে বিব্রত, তাদের সন্তুষ্ট না রাখলে ছেলেরা, এমন কি রাণী অবধি ব্যাজার হন।

বিবেক। আমার জননী নিবৃত্তি দেবীর আশ্রয় পেলে, আর আপনার কোন বালাই থাকবে না।

মন। চল এখন যাই—(মোহকে আসিতে দেখিয়া) না আর যাওয়া হল না, ঐ আসছে, এবার ঘোড়া হ'তে হবে।

(মোহের প্রবেশ।)

মোহ। দাদামশাই চাবুক আর লাগাম এনেছি, এবার ঘোড়া হও।

মন। এঁ্যা, আজ থাক, আজ বড় বেলা হ'য়েছে, কাল আবার ঘোড়া হব।

মোহ। এখুনি ঘোড়া হও, আমি তোমার উপর চ'ড়ে ঠাকুরমার কাছে যাব, ঠাকুরমা কত খুসী হবে!

মন। না, না, সেখানে এখন যেও না, তিনি এখন কামনা দেবীর পূজায় ব্যস্ত; এখন সেখানে গেলে তিনি রাগ ক'রবেন।

মোহ। আমায় ভোলাতে পারবে না, ঘোড়া হও, ঘোড়া হও, নইলে আমি চল্লুম।

মন। (বিবেকের প্রতি) দেখ, তুমি আজ এস, আবার দেখা হবে, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে! ছেলে মানুষ আবদার ধরেছে, একবার ঘোড়া হই।

(মন ঘোড়া হইল তৎপৃষ্ঠে মোহের উপবেশন ও উভয়ের প্রস্থান)

বিবেক। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

গীত

মন তোমায় বুঝাই কত বলনা।
সবই মায়া সবই ছায়া সবই মায়ার ছলনা॥
ভাল ব্যাসাৎ কর্‌তে এলে, আপনারে ভুলে গেলে;
অনিত্যে প্রাণ সঁপিলে পেয়ে কাঞ্চন আর ললনা॥
কেবা তোমার সঙ্গের সাথী, মাতা, পিতা পুত্র নাতী;
ভাবছ কেবল স্বর্গের বাতি, সাথী কে তা দেখ্‌লে না।
ভাব্‌ছ জায়া অমূল্য ধন, হাসিমুখে করে যতন,
সে যে মায়ায় সৃষ্টি, নারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে—পারলে না।
এখনও ভাঙ্গা হাটে হাট করে নাও,—যা কিছু পাও ভুল না॥

তৃতীয় দৃশ্য।

মনের অন্দর মহল।

রতি, হিংসা ও লালসা।

লালসা। (রতির প্রতি) হ্যাঁ দিদি, তুমি রাজবাড়ীর বড় বৌ ;—সব সময় বাড়ী থাক না কেন দিদি ? মধ্যে মধ্যে আবার কোথায় যাও ?

রতি। আমার বাপের বাড়ী।

লালসা। সে কোথা ?

রতি। ফুলের বাগানে।

লালসা। বটঠাকুরেরও'তো সেই আস্তানা।

রতি। সেইখানে তাঁতে আমাতে দুজনে জন্মেছি, সেইখানে দু'জনে ম'রবো। সেই আমাদের ঘর, আহা সেথায় ফুল ফোটে, মলয় বাতাস বয়, কোকিল ডাকে, ভ্রমর গুন্ গুন্ করে. আমি সেই খানে থাকতে ভালবাসি. তবে এ নেহাৎ স্বামীর বাপের বাড়ী, তাই রোজ একবার উঁকি মারি।

লালসা। তা তুমি গহনা পরনা কেন দিদি ? ফুলের মালা আর ফুলের গহনা পরে থাক, বাসী হ'লেই ত সব ফেলা যাবে। সোণা রূপা না পর, হীরে মতি' ত প'রতে পার।

রতি। এ স্বামীর সখ, তাঁর সখেই আমি এই সব পরি। জান ত তিনিও ফুল ভালবাসেন।

রতির গীত

কে বল না ফুল ভালবাসে ?
কার তরে তবে আসে এ ফুল,
কার তরে সে ফুটে হাসে ?
ফুল না কারো করে অনিষ্ট,
ফুলে হয় দেবতা তুষ্ট ;
ফুল দিয়ে লোক পূজে তার ইষ্ট,
ফুল মধু লোভে ভ্রমর আসে।
নব বর বধূ প্রথম মিলনে,
পরিতুষ্ট ফুল শয্যা শয়নে।
ফুল যদি ফোটে নারীর জীবনে,
ফুল হ'তে পুনঃ সুফল আসে॥

(গাহিতে গাহিতে রতির প্রস্থান)

লালসা। বেশ গায় কিন্তু—

হিংসা। আহা! কি গানের ছিরি! সরু মোটা খেলে না, মাগী সা, রে, গা, মাই সাধে নি কখন! আর যেমন চেহারা, না আছে একখানা গহনা, না আছে একখানা ভাল শাড়ী, যে দেখে হিংসা কর'ব ; খালি ফুল আর ফুল, যেন ফুলের চুবড়ী, গানের ভণিতেও শুন্‌লিনি, খালি ঐ ফুল, আর ফুল।

লালসা। বড় ঠাকুরও ত ঐ রকম ফুলের মটুক পরে ঘুরে বেড়ায়।

হিংসা। তুই যাই কেন বল না, আমি ও জোড়াকে জোড়াই দেখতে পারি না, আমায় হিংস্কুড়েই বল আর যাই বল। মানুষ বটে আমাদের উনি, সটান রেগেই আছেন, চক্ষু যেন করমচা, সাম্‌নে এগোয় কার সাধ্য, দুনিয়ার মধ্যে এক আমার সঙ্গেই যা বনে, নইলে দুটো খুন হ'য়ে গেল, কি চারটে জখম হ'লো, ভ্রূক্ষেপই নেই। একেই বলে বীরপুরুষ ; নয়তো মিটমিটে প্রদীপ, মিন্‌মিনে ভাতার, আর অল্প জলে সাঁতার আমার দু চক্ষের বিষ !

লালসা। তা আমাদের উনিও মন্দলোক নন, একটু নরম সরম বটে, কিন্তু লোকের ঠেঙ্গে আদায় করে ঢের। একটু লোভী বটে, কিন্তু যার নেয় সে সহজে পায়না টের ; যদি কারুর দেখলে বরাত ভাল, অমনি সেখানে থাবা গেড়ে ব'সলো। জান ত আমি হচ্ছি লালসা, আমার নোলা কত। মাসে একমণ তেঁতুলের আচার করি, প্রাণ ধরে কাউকে কি দিতে পারি ? কারুকে যদি দেখি ভাল খেতে, আমি থাকি ঠিক তার দিকে চক্ষু পেতে ;—তা সে বদ হজমেই মরুক আর যাই কোন হোক না। তা যাই বল দিদি স্বামী আমার ভাল, বলে যত পার পরের খেয়ে এস, ভালমন্দ খেতে পাবে, তাতে লোকে নিন্দে করে ক'রবে।

হিংসা। এখন চল, রাণী পূজায় বসেছেন, তাঁর হ'য়ে কাজ ক'রে চল। রোজ রোজ মাগীর আবার পূজো করা আছে। যেমন শ্বাশুড়ী প্রবৃত্তি, তেম্‌নি তাঁর কামনা ঠাকরুন্‌টী।

(মদ ও মাৎসর্য্যের প্রবেশ)

মদ। মা ঐ দেখ দাদামশাই ঘোড়া হয়েছে, মোহ দাদা কেমন

মজা করে পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছে! আমি একদিন দাদামশাইকে ম্যাড়া হ'য়ে, ঐ লোহার থামে ঢুঃ মারতে বল্লুম, তা আমায় কি বললে জান! "না, না দাদা আমি পারবো না, আমার এখনও শিং বেরোয়নি।"

হিংসা। তা বেরুবে কেন? একচোকা মিন্সের ভীমরতি ধরেছে। মর মিন্সে, ছেলে মানুষ আবদার ক'রে ম্যাড়া হ'তে না হয় বলেইছিল, তা আর পার্‌লিনি, তোর মাথাটা কি থেতলে যেতো? এখন ঘোড়া হ'য়ে কাঁধে ক'রে বেড়াচ্ছিস, এতে হাঁটুতে পক্ষাঘাত হ'ল না!

মাৎসর্য্য। (লালসার প্রতি) মা, তুমি ঠাকুরমাকে ব'লে, আমার জন্যে দাদামশাইকে একবার ঘোড়া হ'তে বল না? আমার মানুষ ঘোড়া চড়্‌তে বড় সাধ হ'য়েছে মা।

লালসা। না বাছা, ও বাজে ঘোড়া চড়ে কি হবে; ভাল ভাল খাবার জিনিষ আদায় করে মায়ে পোয়ে খেয়ে বাঁচ্‌বো।

হিংসা। ওলো, জানিস্‌নি, মোহ বড় ঠাকুরের ছেলে, বড় নাতি, তাই তার আবদার বেশী, আর এরা যেন বানের জলে ভেসে এসেছে। বুড়ো মিন্‌ষের আক্কেল নেই! ছি, ছি!

মদ। মা দেখ্‌বে চল না, কেমন মজা, দাদামশাই ঘোড়া হ'লে কি হবে, তাঁর তো ল্যাজ নেই, মোহদাদা কেমন একগাছা ঝাঁটা দিয়ে ল্যাজ বানিয়ে দিয়েছে।

হিংসা। আমার ওসব দেখ্‌তে ভাল লাগে না বাছা, বরং তুই যদি চড়্‌তিস্ আমি খুসী হ'তুম্।

লালসা। চলনা দিদি, মজাটাই দেখে আসি, আর রাজাও আজ ঘোড়া হ'য়েছে, এক বাল্‌তি ঘোড়ার দানা আজ তাঁকে দিয়ে, রাজভোগটা আমরা ভাগ করে নেব এখন।

হিংসা। নে তুই আর জ্বালাস্ নে, তোর কেবলই নোলা।

মদ। (হিংসার হাত ধরিয়া) হ্যাঁ মা চল।

মাৎসর্য্য। (লালসার হাত ধরিয়া) তুমিও চল মা।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কামনাদেবীর মন্দির।

[রাণী প্রভৃতি পূজায় উপবিষ্টা]

গীত।

প্রবৃত্তি।

চঞ্চল জীবন, চঞ্চল যৌবন,
ভুবন মগন তবু তোমারি পায়।
মিলে নারী নরে, সুখে দুঃখে মরে,
তবু ফিরে ফিরে তোমারে চায়॥
নিরমল চিতে, বাসনা জাগাতে,
সর্ব্বজীব মগ্ন তব করুণায়।
অনিত্য জেনেও নিত্য মনে করি,
তবু তব রাঙা চরণ না ছাড়ি;
ধনে পুত্রে কত যত্ন করে মরি,
জানি সাথে কিছু যাবে না হায়॥

[মনের পৃষ্ঠে চড়িয়া মোহের প্রবেশ।]

মোহ। দেখ ঠাকুর মা, দেখ কেমন ঘোড়া চড়েছি।

প্রবৃত্তি। একি!

মন। তোমার নাতিদের আব্‌দার আর কি ? কত কাঁটাবন, কত বিছুটী বন ঘুরে, কত নৰ্দ্দমা, কত ডোবাখানা ডিঙ্গিয়ে আস্‌তে হ'য়েছে, তার ঠিকানা নেই। না এলে চাবুক, দেখনা রক্ত ঝুঝিয়ে পড়্‌ছে, পোষাক ছিঁড়ে গেছে, এখন নাতিটীকে বল, ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে যাক্‌; বাপ,কি বিপদেই পড়া গেছে।

প্রবৃত্তি। (মোহের প্রতি) দাওতো দাদা, এখনকার মত ওঁকে ছেড়ে, আবার ওবেলা ঘোড়া হবে এখন।

মোহ। (মনের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া) দেখ ঠাকুর মা, দাদামশাই একটা খুব সুন্দর ছেলের সঙ্গে কি কথা বল্‌ছিল।

(মোহের প্রস্থান।)

প্রবৃত্তি। কে সে মহারাজ ?

মন। (স্বগত) এই সাবুলেরে; (প্রকাশ্যে) সে একজন সাধু, আমায় দেহতত্ত্ব, না, না, এই বল্‌ছিল "কিছুই কিছু না, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা ভৌতিক কাণ্ড মাত্র, সে তুমি বুঝ বে না। আমি যাই, সৰ্ব্বাঙ্গে বেদনা, মালিষ্‌ কর্ত্তে হবে।

(অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ)।

অহঙ্কার। মহারাজ, সেই পাগল বিবেকটা রোজ রোজ আপনার নিকট আসে শুন্‌তে পাই।

মন। না, না, রোজ ত' আসে না, এই আজ এসেছিল, এই মাত্র, দুদণ্ডের জন্য, তা আমি তাকে বিদায় করে দিয়েছি।

কাম। মহারাজ, সে আমাদের শত্রু, আপনি যদি তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন, তবে আপনার রাজ্য ফিরিয়ে নিন্‌।

ক্রোধ। কে, সে? তার সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হ'লে, তার চক্ষু উৎপাটীত করে, তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করে দিই, যেন আর না আসতে পারে।

লোভ। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে এনে বন্দী করলে হয় না?

মন। তোমরা সব কি বল্‌ছ? হ'য়েছে কি? রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সব তোমাদের ছেড়ে দিয়ে তোমাদের ছেলেদের নিয়ে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছি, তাতেও তোমাদের মন পাই না। এততেও তোমাদের তৃপ্তি নাই? কোথায় কে একজন সাধু এসেছে, কি দুটো কথা কানে শুন্‌লেম্‌ মাত্র, তাতে অম্‌নি শাস্ত্র অশুদ্ধ হ'য়ে গেল! ভাল বিপদে পড়েছি যা হোক্‌।

প্রবৃত্তি। বিপদ তো হবেই মহারাজ, আজ ক'দিন থেকে আপনাকে যেন বিরক্ত দেখ্‌ছি; এর কারণ কি মহারাজ? কেন বিরক্ত, কিসের জন্ম? বল্লেন না, ছেলেদের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কে আপনাকে দিতে ব'লেছিল? আপনি নিজেই না দিয়েছেন। ক'দিন তাই আপনাকে আমার সঙ্গেও ভাল করে কথা কইতে দেখিনি, মহারাজ, নাতিরাও যদি একটুকু আব্‌দার নেয় তাতেও আপনি মহাবিরক্ত, কেন? শুনেছি স্বপত্নী—পুত্র বিবেক ব'লে কে একজন আছে, তাকে নিয়ে আপনি উন্মত্ত। না? তা হ'ন্‌, তাতে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। তার মা নিবৃত্তিকে এনে পাট্‌রাণী করুন, তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই, আমি ছেলেদের নিয়ে সুখে বনে গমন ক'রবো। কিন্তু মহারাজ, এই পুত্রদের সাম্‌নে বল্‌ছি, এই ইষ্টদেবী কামনাদেবীর সাক্ষাতে বল্‌ছি, আমি

যদি সতী হই, এর ফল পাবেনই পাবেন। আপনার রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকবে না, নিবৃত্তিকে রাজপুরীতে আন্‌লে আপনার বংশলোপ হবে, বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, আয় বৎসগণ—

(কাম, ক্রোধ ও লোভকে লইয়া প্রবৃত্তির প্রস্থান।)

মন। সেনাপতি, ওদের ডাকো. না, না থাক্ আর ডেকে কাজ নেই। না ডাকো, আচ্ছা! আজ থাক্, বড় রাগ হ'য়েছে, আজ থাক্। দেখ, আমি তাকে কোন দিনই ডাকিনি, সে আপনিই আসে, দেখা হ'য়ে যায়, তাই দুটো কথা হয়, তাতেই এত রাগ? কেন, তাতে হ'য়েছে কি? মরুক্ গে, রাগ করেন তো ভারী ব'য়েই গেল। আচ্ছা, তুমি এখন যাও সেনাপতি, আমি একটু এক্‌লা থাকতে চাই।

(অহঙ্কারের প্রস্থান।)

মন। নাতি তিন্‌টে আমায় বড়ই জ্বালাতন্ করে, কেউ ঘোড়া হ'তে বলে, কেউ ম্যাড়া হ'তে বলে, কেউ কাঁধে চড়ে, কেউ মাথা ভাঙ্গতে বলে; প্রাণ ওষ্ঠাগত; তবু বেটাবেটীদের মন পাই না। এরাই সব আমার আপনার জন! হা অদৃষ্ট! আপনার জন কি চায়? কেবল অর্থ, কেবল স্বার্থ; তাতো আমি ওদের সব দিয়েছি, ওরা ভোগ করুক না! আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? যত দিন যাচ্ছে, তত কোথায় শান্তি পাবো, না ততই অশান্তি, ততই গোলমাল।

[গাইতে গাইতে সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। "কেন ভ্রান্ত পথে পড়ে, চল সত্য পথ ধ'রে" ইত্যাদি।

মন। বাঃ, বাঃ কে গায় ? কি শুনি ?—এই যে এই দিকেই আসছে।

[স্থির হইয়া মনোযোগ সহকারে সুমতির
গান শুনিতে লাগিলেন।]

সুমতির গীত।

কেন ভ্রান্ত পথে পড়ে, চল সত্য পথ ধ'রে।
দেখে তো শেখ না, ঠেকেছ দেখ না,
ভাবনা নিজ অন্তরে॥
সেথা বিবেক সাধিছে, বাঁশরী বাজিছে
হৃদয় যমুনা তীরে ;
হেথা কি ল'য়ে ভুলিয়ে, মোহেতে মজিয়ে,
ডুবিতেছ দুঃখ নীরে॥
ঐ যে উষা হৃদয় গগনে, চেয়ে দেখ দেখি,
আজি তার পানে ;
(দেখ) শান্ত ছবি, নিজ আত্মরবি,
উদিতেছে ধীরে ধীরে॥

মন। কে মা তুমি ?

সুমতি। মহারাজ, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি

সুমতি। আজ আপনি কুমতির ও প্রবৃত্তির ফাঁদে পড়ে, অশান্তির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাই আমি আপনাকে সে ঘুর্ণিপাক থেকে উদ্ধারের উপায় ব'লে দিতে এসেছি। পথহারা পথিক! আজ আমি সত্যপথের সন্ধান বলে দিতে এসে'ছি।

মন। তাই চল, তাই চল। সুমতি আজ আমি সত্য সত্যই প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হ'য়ে পড়েছি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য চারিদিক থেকে ঘিরে আমায় দিশেহারা করে ফেলেছে। জীবন আমার দুঃসহ বোধ হচ্ছে। সুমতি, পার যদি, আমায় শান্তির পথ ব'লে দাও।

সুমতি। মহারাজ, আপনার উপযুক্ত পুত্র বিবেক আর সাধ্বী পত্নী নিবৃত্তি আপনার আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে। তাদের কাছে চলুন, আপনার সকল ক্ষোভ দূরে যাবে—আপনি শান্তি পাবেন।

মন। যা থাকে কপালে, চল তোমার সঙ্গে যাই; বিবেককে কথা দিয়েছি, দেখা কর্ত্তেই হবে। কেন ক'রবো না? সে ভাল কথা বলে, সে ভাল পরামর্শ দেয়, চল মা, আমরা এই বেলা যাই, নইলে কেউ এসে পড়লে আর যাওয়া হবে না। সেদিন বিবেককে বললুম, "চল, তোমার মার সঙ্গে দেখা করে আসি," আর সেই সময় মোহ এল, আর যাওয়া হ'ল না। আজ নিশ্চয় যাব। সুমতি, তুমি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

[সুমতি মনের হাত ধরিয়া—"কেন ভ্রান্ত পথে পড়ে"
গীত গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

(মদন ও রতির প্রবেশ।)

মদন ও রতির গীত।

চ'লে চল কাজ ফুরাল নাই কিছু আর বাকি।
শুনেছে দূর বংশীধ্বনি আর কি মোরা থাকি॥
বাজে বাঁশী আয় আয় আয়, আর কি সে থাকতে চায়।
সব ছেড়ে ঐ ছুটে যায়, বংশীধরে ডাকি॥
ছুটে গেল মায়ার টান, বৃথা হ'ল ফুলবান,
মিছে ঘুরি ধনু ধরি আর কেন হাতে রাখি॥

[ফুলবান ও ধনু নিক্ষেপ।]

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নিবৃত্তির কুটীর সম্মুখ।

গীত।

সুমতি সঙ্গিনীগণ।

আমরা সুমতিসঙ্গিনী।

সুমতির স্রোতে কুমতি ভাসিবে, মোরাতো তারি তরঙ্গিনী॥
আপাত মধুর কুমতি ছলনা, কারে কবে সুখী করেছে বলনা।
হৃদি মাঝে তার আছে কাল ফণা, দংশে জরজর করে ভুজঙ্গিনী ;
সুমতি এসেছে ভাবনা কি আর, কুমতিরে আজ কর পরিহার,—
হৃদয়ে পাইবে আনন্দ অপার, নিজ বিষে নিজে মরিবে নাগিনী।

(সুমতি সঙ্গিনীগণের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান ও
অপর দিক হইতে নিবৃত্তি, মন, বিবেক
ও সুমতির প্রবেশ।)

নিবৃত্তি। স্বামীন্, প্রভু, জীবিতেশ্বর, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব, এতদিন দাসীকে আপনি ভুলেছিলেন, কিন্তু দাসী একলহমাও আপনাকে ভুল্‌তে পারে 'ন।

মন। তাইতো, তাইতো! এখন আমার সব মনে পড়েছে। পূর্ব্ব জন্মেও আমার এইরূপই মতিভ্রম হয়েছিল, এইরূপেই আমি অনুতাপ করেছিলুম্, তবু বাসনার হাত এড়াতে পারিনি, তাই আবার সুখ দুঃখের আগার, পুতীগন্ধময় মনুষ্যগর্ভে জন্মেছি। প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর, বিবেক তুমিও আমায় ক্ষমা কর, এতদিন আপনার জনকে চিনতে পারিনি! এতদিন ভূতপেত্নীতে আমায় আশ্রয় করেছিল, আমায় তারা কুরে কুরে খাচ্ছিল, আমি পালিয়ে এসেছি, আর যাবনা, এখন আপনার লোক পেয়েছি, আর যাব না। প্রিয়ে, আর তোমায় ত্যাগ ক'রে কোথাও যাব না, আর আমায় ত্যাগ ক'র না। চল! তোমার কুটীরে যাই, ঐ কুটীর আমার রাজ্য হবে, তুমিই আমার রাণী হবে, বিবেক আমার পুত্র হ'বে, আর কেউ না, আর কেউ এ হৃদয়ে স্থান পাবে না। প্রিয়ে, চল; আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো।

বিবেক। মা! পিতাকে আপনার আশ্রমে নিয়ে যান। আমি গুরুদেবের সন্ধানে হিমালয় প্রদেশে গমন করি; তিনি এলেই আমাদের সকল সাধ মিটবে, সকল আশার তৃপ্তি হবে, সকল কার্য্য ফুরাবে। সুমতি, রাজার কাছ ছাড়া হ'য়ো না, রাজার সেবার ভার তোমার উপর দিলাম। পিতা, জননী, দাসকে বিদায় দিন।

মন। বিদায় ব'ল না বৎস, তুমি আমার অন্ধের যষ্ঠি, তুমি না পথ দেখালে আমি এতদূর আস্তে পারতুম না। শীঘ্র গুরুদেব

জ্ঞানানন্দকে নিয়ে এখানে ফিরে এস, বেশী দিন আমায় তুমি ছেড়ে থেকো না।

(উভয়কে প্রণাম করিয়া বিবেকের প্রস্থান)

নিবৃত্তি। মহারাজ, আমার ভয় হচ্ছে, পাছে আপনি আবার প্রবৃত্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হ'ন।

মন। প্রিয়ে, সে ভয় আর নেই, আর আমি তোমায় ত্যাগ করে কোথাও যাব না।

সুমতি। না—মা, আর ভয় নেই, বিশেষ আমি যখন মহারাজের সঙ্গে আছি।

(দুঃখের প্রবেশ।)

মন। কিহে সংবাদ কি?

দুঃখ। আপনি এখানে এসেছেন, আর নাকি সেখানে যাবেন না, তাই শুনে রাণী প্রবৃত্তি উদ্‌বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মন। এঁ্যা! (বিষণ্ণভাবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া) যাক, ভালই হ'ল।

দুঃখ। রাজবাড়ীতে ভারি হুলুস্থল পড়ে গেছে, সেনাপতি মহাশয় ও রাজকুমারেরা আপনাকে নিয়ে যেতে আমায় পাঠিয়েছেন।

মন। কেন? আমায় আবার তাদের কি দরকার? আমায় নিয়ে ফের টানাটানি কেন?

দুঃখ। তা জানি না—তবে রাজকুমারেরা আমায় ব'লে

দিলেন, যে মহারাজকে নিয়ে আমি যেন এখনই রাজপুরীতে হাজির হই।

মন। কি! আমি কি তাদের তাঁবেদার,—যে হুকুম কর্লেই হাজির হব?

দুঃখ। তা আমি কি জানি,—এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়?

মন। তুমি তাদের ব'লগে, আর আমি তাদের নিকট যাব না। তারা যা পারে করুক, তাদের সঙ্গে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই। চল প্রিয়ে, তোমার কুটীরে যাই, আজ আমি নিশ্চিন্ত। প্রবৃত্তি ম'রেছে, বালাই গেছে, যত দুর্দ্দশার মূলই ছিল সে, সে যখন ম'রেছে তখন আর আমার ভয় কি? দুঃখ, তুমি যাও, যা বলে দিলুম্ তাদের ব'লগে, হুঁ। কেবল মাত্র বৃদ্ধ মন্ত্রীকে অবসর মত আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে ব'ল। তাড়াতাড়ি নয়, যে দিন হয়, যখন হয়।

(অভিবাদন করিয়া দুঃখের প্রস্থান)

মন। চল রাণী।

(নিবৃত্তি এক মনে ঊর্দ্ধদৃষ্টে সমাধিস্থ ভাবে শূন্যপানে কি দেখিতেছিলেন; রাজা তাঁহাকে অচল অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিলেন ও মৃদু ধাক্কা দিয়া)

মন। রাণী, রাণী!

নিবৃত্তি। (কতক প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্দ্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্নস্বরে) মহারাজ—আমি কি দেখ্‌ছি জানেন? আপনার আর আমার মিলনের ফলে, ভগবানের করুণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে বৈরাগ্যরূপে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'চ্ছে! একি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ! একি অনির্ব্বচনীয় পুলক আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে, মহারাজ?

(নিবৃত্তি যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল মন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল)

মন। রাণী, সত্যই তুমি ভাগ্যবতী। ভগবানের অনন্ত করুণার ফলেই আজ আমি তোমার মত ভক্তিমতী স্ত্রীকে চিন্‌তে পেয়েছি। চল তোমাকে কুটীরের মধ্যে নিয়ে যাই।

[নিবৃত্তিকে ধরিয়া লইয়া মনের প্রস্থান]

(গাহিতে গাহিতে ভক্তির প্রবেশ।)

গীত।

ভক্তি।

আমি তারে খুঁজি যে খোঁজে আমায়।
আগে খোঁজে কিনা বুঝিতে পারে না শেষে এসে তাই গড়ায় পায়॥

সুমতি। (বাধা দিয়া) এই যে, ভক্তি দিদি, তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে, আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। রাজাকেত এনে পৌছে দিলুম। এইবার তুমি দিদি রাজার সঙ্গে সঙ্গে থেকে

রাজাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আহা! প্রবৃত্তির তাড়নায় অস্থির হ'য়ে শান্তির জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে রাজা ছুটে এসেছে। তুমি না পথ দেখিয়ে দিলে'ত দিদি, রাজা শান্তির সন্ধান পাবে না।

(ভক্তি আবার গান ধরিল।)

"আমি তারে খুঁজি"—

সুমতি। (বাধা দিয়া) আগে আমার কথার উত্তর দাও দিদি।

ভক্তি। আহা! গানটা আগে শোনই না।

গীত।

আমি তারে খুঁজি যে খোঁজে আমায়।
আগে খোঁজে কিনা বুঝিতে পারে না শেষে এসে তাই গড়ায় পায়॥
সংসার জ্বালায় যে জুড়াতে চায়, সেই খুঁজে খুঁজে আমারে পায়;
অবাধে সাঁতারে ভব পারাবারে অকুল পাথারে সে কুল পায়॥
কামনা বর্জ্জিত নিরমল চিতে প্রেমানন্দ আমি তারে পারি দিতে;
বিশ্বপ্রেম মিশে ভক্তিতে প্রেমেতে চির শান্তি পথে মিশিয়া যায়॥

ভক্তি। শুনলি বোন? আমি তো সব সময়েই শান্তির সন্ধান ব'লে দেবার জন্য, রাজাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু রাজা যতদিন না আমাকে চাইছে, ততদিন তো আমি তার কাছে যেতে পারি না। এখনও সে সময় হয়নি; বুঝলি বোন? এই সবে নিবৃত্তিদেবীর সঙ্গে মিলনে, রাজার মহাতেজোশালী পুত্র, বৈরাগ্যের জন্মের সূচনা হ'য়েছে। বৈরাগ্য জন্মালে তবে রাজা আমায়

খুঁজবে ;—তখনই আমি রাজার কাছে যাব বোন! আগে থাকতে এত ব্যাকুল হ'লে চ'লবে কেন, বল্ ?

সুমতি। তুমি ঠিক বলেছ দিদি। কিন্তু দেখো, ঠিক সময়ে রাজাকে দেখা দিতে যেন ভুলো না। আহা! দিদি, রাজা বড় দুঃখী।

ভক্তি। না রে না পাগলি, আমার জন্যে তোর কিছু ভাবতে হবে না। এখন চল, রাজা আবার নজরের বার হ'য়ে না যায়।

সুমতি ও ভক্তির দ্বৈত গীত।

সুমতি। তব কৃপা হ'লে তবে শান্তি পাবে ;
ভক্তি। সময় আসিলে ঠিক মোরে চা'বে।
সুমতি। তুমি না দেখালে সেত দেখিবে না ;
ভক্তি। তাহারি তরেত মম আনাগোনা।
সুমতি। মোহে মজে ছিল নিজেরে জানেনা ;
ভক্তি। তব কৃপা গেল কি আর ভাবনা,
সুমতি। তোমারে পাইলে প্রেমে হবে জয়ী
ভক্তি। সে'ত তব কৃপায় শুন কৃপাময়ি।
সুমতি। দেখ দেখ তাঁরে রাঙ্গা পায় ওই ;
ভক্তি। এলে পরে তারে কোলে তুলে লই।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রনাগার।

অহঙ্কার, বুদ্ধি, কাম, ক্রোধ ও লোভ।

অহঙ্কার। রাজা যখন আমাদের ত্যাগ ক'রেছেন, তখন আর আস্‌বেন না। তিনি যেখায় থাকুন আমায় ছেড়ে কোনদিন থাকেন নি। নিশ্চয় বিবেক তাঁকে আটক ক'রেছে। আমার মতে তো বিবেককে বধ ক'রে রাজাকে উদ্ধার করা আবশ্যক। তা হ'লেই তার সহিত যুদ্ধ হ'বে। আর সে যুদ্ধে আমাদের নিশ্চয় জয় হবে। তবে পরিতাপ, এই যে শেষে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে হ'ল।

কাম। কিসের পরিতাপ? যখন তিনি, আমাদের জননী প্রবৃত্তি দেবীর মৃত্যুর সংবাদ শুনেও একবার এলেন না, বরং দুঃখের মুখে ব'লে পাঠালেন, যে আমাদের সহিত তাঁর কোন সম্পর্কই নাই, তখন তাঁর জন্য আবার পরিতাপ? এখনি চলুন, বিবেককে বধ ক'রে রাজাকে বন্দী করে নিয়ে আসি। পাপাত্মা বিবেকের কত বল, কত কৌশল, এইবার তার পরীক্ষা হ'বে।

ক্রোধ। এতো বাকবিতণ্ডায় সময় নষ্ট ক'র্‌বার প্রয়োজন কি? এখনি চল, তার মুণ্ডপাত করে ফেলিগে, রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে। বিবেককে দেখতে পেলে তাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে কুকুর দিয়ে ভোজন করালেও, আমার এ জ্বালা মিটবে না।

লোভ। আমার মতে মন্ত্রী মহাশয়কে একবার রাজার কাছে

পাঠান হোক, উনি ভঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে বা যেমন ক'রে পারেন, একবার বুঝিয়ে দেখুন। তাতে যদি না পারেন, যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। কি বলেন মন্ত্রী মশায় ?

বুদ্ধি। দেখুন রাজকুমারগণ; আপনারা রাজাকে বন্দী ক'রে আনা যত সহজ ভাবছেন ;—আমার ধারণা তত সহজে কাজ হাসিল হবে না। দুঃখের নিকট রাজার সংবাদ শোনার পর, আমি গোপনে রাজার অবস্থার সংবাদ, আরও ভাল ক'রে জান্‌বার জন্যে সংশয়কে গুপ্তচর ক'রে রাজার কাছে পাঠিয়েছিলুম। তার কাছে আমি সংবাদ পেয়েছি যে, বিবেক ছোকরা চক্রান্ত ক'রে রাজাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেলেও, এখন সে ছোকরা সেখানে নেই। সে নাকি হিমালয় প্রদেশে তাদের মহাতেজা গুরুদেব জ্ঞানানন্দকে রাজার রক্ষার্থ আন্‌বার জন্য গিয়েছে। আমাদের অবশ্যই বিবেক আর জ্ঞানদেব ফিরে আস্‌বার পূর্ব্বে রাজাকে অধিকার ক'রে ফেল্‌তে হ'বে।

লোভ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই,—মন্ত্রীর কথা অতি যুক্তিযুক্ত।

অহঙ্কার। তারই বা দরকার কি ? আমি জ্ঞানদেব, ফ্যান্‌দেব কাউকেই গ্রাহ্য করি না।

বুদ্ধি। অতটা স্পর্দ্ধা ভাল নয়, সেনাপতি। কিসে কি হয় বলা শক্ত।

লোভ। জ্ঞান এসে পৌঁছাবার পূর্ব্বে গেলে তো খুব সহজেই কাজ হাসিল হ'তে পারে, মন্ত্রীবর।

বুদ্ধি। কুমার, সংশয়ের মুখে সংবাদ যা শুনলেম, তাতে সেও

যে বড় সহজে হবে তা মনে হয় না। রাণী নিবৃত্তি নাকি বৈরাগ্য নামে একটি পুত্র প্রসব ক'রেই মারা গিয়েছেন।

ক্রোধ। নিবৃত্তিকে রাণী ব'লে, রাণী কথাটার অমর্য্যাদা ক'রবেন না মন্ত্রী মহাশয়;—সে তো মায়াবিনী।

বুদ্ধি। রাজকুমার একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রে আগে কথাটা একবার শুনুন।

কাম। বলুন—বলুন মন্ত্রী! নিবৃত্তি তা হ'লে সত্যসত্যই মরেছে?—আঃ বাঁচা গেল।

বুদ্ধি। আজ্ঞে যুবরাজ! বিশেষ নয়! নিবৃত্তিদেবী ম'রেছেন বটে;—কিন্তু বৈরাগ্য জন্মাবার পর থেকে রাজার অন্তরের সমস্ত স্নেহরাশি সেই মাতৃহারা বালক বৈরাগ্যের উপর কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে। রাজা বৈরাগ্যকে নিয়ে এতই উন্মত্ত হ'য়ে পড়েছেন, যে তার জন্যে তিনি রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এমন কি আপনাদের পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রতে, বিন্দুমাত্র কাতর ব'লে বোধ হয় না। কুমার, সংশয়ের মুখে এই সকল কথা শুনে, আমার মনে সত্যই সংশয় জাগছে; - আপনারা রাজাকে বৈরাগ্যের কবল থেকে মুক্ত ক'রে এখানে পুনরায় আনতে পারবেন কি?

ক্রোধ। মন্ত্রীবর, বৈরাগ্য ত বালক;—বিবেকের বদলে তাকেই বধ ক'রে, আমরা রাজাকে উদ্ধার ক'রে আনবো। আমাদের এ যুদ্ধযাত্রা কিছুতেই বন্ধ হ'তে পারে না।

কাম। তাই কর্ত্তব্য ব'লেই মনে হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি একবার তার পূর্ব্বে রাজার কাছে গিয়ে, তাঁকে ফিরে আসবার জন্যে

বুঝিয়ে বলুন ; যদি তিনি অবিলম্বে না ফেরেন, তবে আমরাও তৎক্ষণাৎ তাঁকে আক্রমণ কর্ত্তে বাধ্য হব।

অহঙ্কার। রাজকুমার !—আমি এখনই সৈন্তদের সজ্জিত কর্ত্তে যাচ্ছি।

কাম। চলুন সেনাপতি, আমরাও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। মন্ত্রীমহাশয়, আপনি তাহ'লে শীঘ্র সাজগোজ ক'রে যাত্রা করুন।

(বুদ্ধি ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

বুদ্ধি। এঁদের তো দেখ্‌ছি ঘর ভাঙলো ;—রাণী প্রবৃত্তি মরবার পরই রাজ্যের সমস্ত শ্রীই যেন নষ্ট হ'য়ে গেছে—রাজপুত্রদের ও যেন আর পূর্ব্বেকার প্রতাপ নাই—কামকে তো বিশেষ ক'রে রতি দেবী মর্‌বার পর থেকেই, যেন প্রাণহীন খোলস ব'লে মনে হয়। যুদ্ধে যে কোন পক্ষ জিতবে তা বলা যায় না। সংশয়ের মুখে যা শুনলুম, তাতে বৈরাগ্যের কাছ থেকে রাজাকে ছিনিয়ে আনা, বড় সহজ হবে না। এখন আমি কি করি ? যাক্‌—এখন রাজার কাছে তো যাই ; তারপর যে পক্ষ সুবিধাজনক বুঝবো—সেই পক্ষেই ভিড়ে পড়া যাবে।

(বুদ্ধির প্রস্থান)

(শীর্ণা কুমতিকে লইয়া কামের পুনঃপ্রবেশ)

কাম। না—না—কুমতি, তুমি এরকম নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না। মদির হয়ে ওঠ, হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন ছড়িয়ে আর একবার বিশ্বসংসারকে ক্ষিপ্ত করে টলিয়ে দাও। রাজাকে আবার ফাঁদে

ফেলে রাজ্যে ফিরিয়ে আনা চাইই। রাজা এলেই শ্রীহীন রাজ্য আবার সব দিক দিয়ে জাঁকিয়ে উঠবে। এ দৈন্যের বেশ পরিত্যাগ ক'রে, তুমি আবার তোমার সেই পূর্ব্বের মত মনোমোহন সাজে সাজো,—অন্তরে বাহিরে—ভুবনমোহিনী নবযৌবনশ্রী ফুটিয়ে তোলো —লাস্যময়ী লীলাচঞ্চলা মূর্ত্তিতে সর্ব্বাঙ্গে বাসনার হিল্লোল তুলে আর একবার বিশ্বসংসারকে তাক লাগিয়ে দাও, তোমার কুহেলী সৃষ্টির জাগ্রত চোখ ঢেকে দিক।

কুমতি। যুবরাজ, পূর্ব্বেই তো বলেছি, রাণী প্রবৃত্তির উদ্-বন্ধনে দেহত্যাগের পর আমারও দুর্দ্দশার চরম হ'য়েছে। উপযুক্ত রাজভোগের অভাবে আমি আজ শীর্ণা, শ্রীহীনা- তিলে তিলে মরণ পথের যাত্রী। যুবরাজ, যাকে দেখছেন সে কুমতি নয় কুমতির কঙ্কালমাত্র ;—আর কি আমি রাজাকে মুগ্ধ কর্ত্তে পারবো—

কাম। নিশ্চয় পারবে, নিশ্চয় পারবে—আমি তোমার সহায় হব। আমার সহায়ে এ ধরণীতে কোন কার্য্য তোমার অসাধ্য, কুমতি? মনে করে দেখ, কত শত যোগমগ্ন মুনিঋষি মুহূর্ত্তে মাত্র আমার প্রভাবে পদস্খলিত হ'য়েছে। চল,প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য দেহে ফুটিয়ে তুলে, বিশ্ববিমোহন সাজে আমার সঙ্গিনী হও। ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বোধ হয় এতক্ষণে প্রস্তুত,—আর তো বিলম্ব কর্লে চলবে না!

(কুমতিকে লইয়া কামের প্রস্থান)

——— ——

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবৃত্তি দেবীর আশ্রম সন্নিকটস্থ উপবন।

বৈরাগ্য ও মন।

বৈরাগ্যের গীত।

সংসার সাগরে জ্ঞানই তরণী
বিনা জ্ঞান, অজ্ঞান, হীন পশু হেন,
ভ্রমিতেছ কেন আসিয়ে' ধরণী॥
কে তুমি কিসের আশা, কেন এ ধরায় আসা,
দেখ কোথা পিপাসা বুঝিয়ে আপনি॥
কি ভাল কিবা মন্দ, কেন আর বৃথা দ্বন্দ,
দেখ কোথা আনন্দ পাইবে এখনি॥

মন। বৈরাগ্য, বাপ্, আমার বুকে আয়! এইটুকু বয়সে এত কথা তুই শিখ্‌লি কি ক'রে?

বৈরাগ্য। নিবৃত্তি যার জননী, ভগবৎ-চরণ-প্রয়াসী মন যার জনক, তার মুখে এ ছাড়া আর কোন্ কথা শোভা পায় পিতা?

মন। আমার কি মনে হয় জানিস্ বৎস? কত পুণ্যফলে, মানুষ তোর মত পুত্র পায়! ওরে আমার বার্দ্ধক্যের সম্বল, নয়নের

মণি যাদুকর, তোর মুখে ভগবৎ করুণার এ কি প্রশান্ত প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পাই !

(বুদ্ধির প্রবেশ।)

মন। এই যে মন্ত্রী, কি সংবাদ ?

বুদ্ধি। মহারাজ ! রাজকুমারেরা আপনাকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ফের আমায় আপনার কাছে পাঠালেন।

মন। আমি যে রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে এসেছি মন্ত্রি ;—এখন আবার কোথায় যাব ?

বুদ্ধি। মহারাজ, রাজকুমারেরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন ক'রেছেন ;—আপনি স্ব-ইচ্ছায় না গেলে, তারা আপনাকে জোর করে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

মন। মন্ত্রি, আমি বৃদ্ধ হ'লেও এখনও একেবারে অশক্ত হইনি। জোর করে যদি তারা আমাকে নিয়ে যেতে পারে তো নিয়ে যাক্।

বুদ্ধি। রাজকুমারেরা ব'লে দিয়েছেন যে, আমার ফির্‌তে বিলম্ব হ'লে, তাঁরা আমার ফের্‌বার অপেক্ষা না ক'রেই, সদলে এখানে চ'লে আস্‌বেন।

মন। এ যুদ্ধে তুমি কোন্ পক্ষ অবলম্বন ক'র্‌বে মন্ত্রি ?

বুদ্ধি। মহারাজ, আমি চিরদিনই আপনার অনুগত। মহারাজ আমি স্থির করেছি, আর আমি রাজকুমারদের কাছে ফিরুব না।

মন। সে তোমার ইচ্ছা—কিন্তু আর আমার কাউকেই

প্রয়োজন নেই। আচ্ছা মন্ত্রি, তুমি এখন তাহ'লে কুটীরে যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

বুদ্ধির প্রস্থান।

মন। বৈরাগ্য, বাপ্, শুনলি? শেষে আমারই হতভাগ্য কুপুত্রেরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে আস্‌ছে!

বৈরাগ্য। ভাবনা কি পিতা? আমি বৈরাগ্য আপনার সঙ্গে থাক্‌তে—ভগবৎপদে আপনার মতি থাক্‌তে, আপনার আবার কিসের চিন্তা?

[সহসা প্রকৃতিতে নব সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল। রাজার একটু পরে সেই দিকে দৃষ্টি পড়ায়—]

মন। একি! প্রকৃতিতে এ সৌন্দর্য্য কোথা থেকে এল? বাঃ, বাঃ, এস্থানে যে এত সৌন্দর্য্য লুকান ছিল, তাতো এতদিন চোখে পড়েনি।

[মন উৎফুল্ল হইয়া ইতস্তত: নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—দূরাগত একটা মধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া রাজা দেখিল, অপূর্ব্ব সুন্দরী মনমোহিনী সজ্জায় কে এক রমণী নৃত্য করিতে করিতে রাজার দিকে অগ্রসর হইতেছে। রাজা মুগ্ধ হইয়া নৃত্য দেখিতে দেখিতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে রমণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজার মুখে কামের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, ও তিনি বৈরাগ্য হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন। অদূরে একপার্শ্বে রাজার অলক্ষ্যে থাকিয়া কাম রাজাকে নিরীক্ষণ

করিতেছিল। রাজার ভাবান্তর দেখিয়া কাম উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। বৈরাগ্য এতক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল—হঠাৎ সে গান ধরিল।]

গীত।

বৈরাগ্য। কাম জালে প'ড়ে কোথা যাও স'রে,
ফিরে এস নরবর—সুন্দর্ কোলে।
কামেতে সৌন্দর্য্য কোথা ?
কামে মাখা আবিলতা।
পরম সুন্দর যার, সাথে রহে অনিবার,
তার কেন এ বিকার,—বাসনা গরলে ?

[বৈরাগ্যের গান আরম্ভ হইতেই রাজা থমকিয়া দাঁড়াইল,—রমণীর নৃত্যে বাধা পড়িল,—কামের উৎফুল্ল মুখে একটু একটু করিয়া উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বৈরাগ্যের গান যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, রাজা ততই ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের দিকে ফিরিয়া আসিয়া অবশেষে বৈরাগ্যকে জড়াইয়া ধরিল। ইতিমধ্যে রাজার মুখ হইতে কামভাব ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া বৈরাগ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার চোক দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছিল। এই অবস্থায় বৈরাগ্য কামের দিকে চাহিলে কাম জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল ও নর্ত্তকী রমণী (কুমতি) কোঁকড়াইয়া মরিয়া গেল।]

বৈরাগ্য। ঐ দেখ পিতা—
মায়ামোহে পুনঃ আচ্ছন্ন করিতে তোমা'
এসেছিল কাম—কুমতিরে ল'য়ে সাথে।
ব্যর্থ হের প্রয়াস তাদের—
ভস্মীভূত কাম,
প্রাণত্যাগ করেছে কুমতি।

মন। এঁা! কাম ভস্মীভূত! আর একি, কুমতি?

[নিকটে গিয়া দেখিল।]

বৈরাগ্য। দুঃখ কি পিতা! ওরা আপনাকে আবার অসার কামের ফাঁদে ফেল্‌তে এসেছিল।

মন। না, দুঃখ নয়। বৈরাগ্য, বাপ্, তুইই আমায় আবার অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা কলি।

(সক্রোধে ক্রোধ ও অহঙ্কারের প্রবেশ।)

ক্রোধ। কই, কোথা সে ভ্রাতৃহন্তা ক্ষুদ্র শয়তান? এই যে দুষ্ট! [বৈরাগ্যকে চপেটাঘাত।]

মন। [ক্রুদ্ধ হইয়া] একি, তোমার ব্যবহার ক্রোধ? আমার সম্মুখে কোন্ স্পর্দ্ধায় তুমি এই বালককে প্রহার কর? উদ্ধত মূর্খ! এখনই এর উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ কর। [ক্রোধকে মারিতে গেল।]

বৈরাগ্য। পিতা, কি করেন—কি করেন? ক্রোধের বশীভূত হ'য়ে আত্মহারা হবেন না। ওদের ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।

বৈরাগ্যের গীত।

প্রেমে—কর আত্মজয়।
প্রেমে ক্রোধ যায় গ'লে,—প্রেমে পায় প্রেমময়।
প্রেমপথে যাত্রা করে', ক্রোধ কেন অন্তরে ?
ত্যজ ক্রোধ চিরতরে, কর জগৎটাকে প্রেমে জয়।

[গীত শুনিয়া রাজা শান্তভাব ধারণ করিলেন, ও ক্রোধ গলিয়া জল হইয়া গেল। অহঙ্কার সভয়ে পলায়ন করিল।]

বৈরাগ্য। দেখুন পিতা, প্রেমের তাপে ক্রোধ গ'লে জল হ'য়ে গেছে ;—অহঙ্কার আপনাকে চিরতরে পরিত্যাগ ক'রে পালাল'।

(লোভের প্রবেশ।)

লোভ। পিতা, রাজাধিরাজ ! (চরণ বন্দনা করিল।)

মন। একি, লোভ ? তুমি আবার এখানে কেন ?

লোভ। পিতা, ঔদ্ধত্য নয়, আদেশ নয়, মিনতি।—আপনার রাজ্যে ফিরে চলুন। অতুলনীয় ঐশ্বর্য্য—অপরিমেয় সুখ—কোটী কোটী রাজভক্ত প্রজা—সকলেই আপনার অপেক্ষায় র'য়েছে। কিসের জন্য এই দুঃখ ভোগ পিতা ? এত ক্লেশ কি আপনার রাজদেহে সয় ? ভেবে দেখুন দিকি, কি সুখ, কি ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে আপনি ছিলেন,—আর আজ কতকগুলো কুহকীর চক্রান্তে প'ড়ে দীনহীন বেশে কি দুঃখটাই না ভোগ কচ্ছেন ?

মন। না—না—লোভ, আমি এখানে বেশ আছি! তুমি ফিরে যাও।

লোভ। পিতা, এই কি 'বেশ' থাকা? রাজরাজেশ্বর দীনহীন ভিখারীর বেশ ধারণ ক'রে ব'ল্‌ছেন—"বেশ আছি!" জানেন কি পিতা, আপনি রাজ্য হতে চ'লে আসার পর থেকে, রাজ্য শ্রীহীন—আপনার পুত্রতুল্য প্রজারা সকলে বিষাদ সাগরে মগ্ন?—

মন। প্রজারা কি বলে?

লোভ। তারা সকলেই আপনাকে ফিরে পাবার জন্য কেঁদে কেঁদে আকুল।

[রাজা একটু বিচলিত হইলেন। অম্‌নি বৈরাগ্য গান ধরিল।]

বৈরাগ্যের গীত।

কে কার প্রজা, কে কার রাজা?
কেন বৃথা মোহে মজা?
ছাড় বিষয়ের চিন্তা,
বিষয় বিষয় ব'লে—দিন খোয়ালে,
(মন) আনন্দময়ে খোঁজ।
(মন এখন) অন্তর্য্যামী কর পূজা॥

মন। না না লোভ, বৃথা সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, আর আমাকে ভুলাতে এ'স না।

(লোভের অন্তর্ধান।)

তোমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই আমার দরকার নাই।

একি! লোভ কোথায় গেল?

বৈরাগ্য। ভগবৎ-বিশ্বাসী বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট লোভ কি টিক্‌তে পারে? পিতা, সে অদৃশ্য হ'য়েছে।

মন। তাইতো বৎস, তারা প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে পুনর্ব্বার আক্রমণ কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল, নশ্বর কামিনী ও কাঞ্চনে প্রলুব্ধ ক'রে আমার আমিত্ব নষ্ট কর্ত্তে উদ্যত হ'য়েছিল, তোমা হ'তেই আমি আবার আমাকে ফিরে পেলুম্। নির্ব্বোধেরা জানেনা, যে পরম ভাগ্যবান্ না হ'লে, বৈরাগ্যলাভ হয় না।

[বুদ্ধির প্রবেশ।]

বুদ্ধি। মহারাজের জয় হউক, দেখুন মহারাজ, আমি আগেই জান্তেম্ আপনি জয়যুক্ত হবেন; বৃদ্ধ মন্ত্রীর এখনও দূরদৃষ্টি আছে মহারাজ!

মন। মন্ত্রি, যুদ্ধে আমি জয়যুক্ত হয়েছি বটে, কিন্তু বিবেকের অদর্শনে আমি স্থির হ'তে পাচ্ছিনে।

বুদ্ধি। [সহসা নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া] ও কে, কে আসে? প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি, ওঃ চক্ষু ঝল্‌সে গেল। মহারাজ আমি যাই, আমি পালাই, আর আমার হেথায় স্থান নাই। [বেগে বুদ্ধির প্রস্থান।]

মন। একি? মন্ত্রী হঠাৎ পলায়ন কর্লে কেন?

বৈরাগ্য। বোধহয় গুরুদেব জ্ঞান আপনার নিকট আস্‌ছেন, তাঁকে দেখে আপনার মিত্ররূপী শত্রু বিষয়-বুদ্ধি পলায়ন কর্লে।

মন। সত্য, ঐ যে বিবেক গুরুদেবকে নিয়ে আস্‌ছে।

[জ্ঞান ও বিবেকের প্রবেশ।]

জ্ঞান। আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর বৎস, পরীক্ষায় জয়ী হয়েছ,—আর ভয় নেই।

মন। গুরুদেব, পদে আশ্রয় দিন।

[জ্ঞানকে মন ও বৈরাগ্যের প্রণাম করণ।]

বৎস বৈরাগ্য, [বিবেককে দেখাইয়া] ইঁনিই তোমার জ্যেষ্ঠ, এর নাম বিবেক।

বৈরাগ্য। দাদা, দাদা! [বিবেকের পদধূলি গ্রহণ।]

[বিবেক বৈরাগ্যকে আলিঙ্গন করিল।]

বিবেক। ভাই, ভাই, আমি এতদিন চেষ্টা ক'রেও যা কর্ত্তে পারিনি, তুমি অনায়াসে তা সুসিদ্ধ ক'রেছ। তোমার প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ ধ্বংস হ'য়ে গেছে।

বৈরাগ্য। দাদা, সে কেবল তোমারই আশীর্ব্বাদে। তুমি তাদের বিনাশের জন্য ব্রত গ্রহণ ক'রেছিলে, আমি তোমার অবর্ত্তমানে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করেছি মাত্র; এতে আমার কোনই গৌরব নাই।

মন। গুরুদেব, আপনি এসেছেন,—এখন আমায় পথ দেখিয়ে দিন।

জ্ঞান। বৎস, তোমার কর্ম্মপথ শেষ হ'য়েছে, তাই আমি তোমার নিকট এসেছি ; তোমার অন্তরে অন্তরে ভক্তি বিজড়িত, কিন্তু ভগবান কি বা কে এ তথ্য জান্‌তে হ'লে অবশ্য জ্ঞান-পথেই আস্‌তে হবে। কাল পূর্ণ না হ'লে, কেহই জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় না ; দেখ্‌ছি তোমার কাল পূর্ণ, তোমার শত্রুকুল নির্ম্মূল

মন। গুরুদেব, এখনও মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য র'য়েছে।

জ্ঞান। না বৎস, যখন তুমি প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কচ্ছিলে, তখন তারা কামনাদেবীর মন্দিরে অগ্নিক্রীড়ায় পরস্পর ভস্মীভূত হ'য়ে গে'ছে ; হিংসা লালসাও সেই সঙ্গে দগ্ধ হ'য়েছে। কামনার মন্দির প্রজ্জলিত ;—দেখ্‌তে চাও ?

মন। না প্রভু, আর তার প্রয়োজন নাই। কিন্তু গুরুদেব, যদি অধমের প্রতি কৃপা করে দর্শন দিলেন তখন আমায় বলুন, এ ঝড় আমার উপর দিয়ে বয়ে গেল কেন ?

জ্ঞান। বৎস, ভগবানকে ভুলেছিলে তাই তোমার এ অবস্থা।

মন। গুরুদেব, এ কথা তো আমায় এতদিন কেউ বলেনি, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করেছেন, গুরুদেব, বলুন কি কলে আমি এখন তার দেখা পাই ?

জ্ঞান। গৃহদেবতার গৃহের চাবি তোমার নিকটেই আছে, তুমি ইচ্ছা কলেই তাঁকে দেখ্‌তে পার ; যদি একবার মনঃস্থির ক'রে দেখ !

মন। গুরুদেব, আমি আপনার আশ্রিত, আমায় দর্শন করান।

(সকলের প্রস্থানোদ্যোগ)

(সুখ ও দুঃখের প্রবেশ)

মন। তোমরা কে ?

দুঃখ। মহারাজ, আমরা আপনার নিকট বিদায় নিতে এসেছি, আমরা সুখ ও দুঃখ।

মন। এঁ্যা। তোমরা সুখ—দুঃখ ? তাইতো সুখ, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ? আমি তখন তোমায় পুরস্কার দেব' ব'লেছিলেম, কিন্তু এখন তো আমার কিছুই নাই।

সুখ। মহারাজ, আমরা কিছুই চাই না, আপনি প্রসন্নমনে বিদায় দিন, এইমাত্র প্রার্থনা।

দুঃখ। হাঁ মহারাজ, আপনারও ভাল, আমাদেরও ভাল। তা হ'লে বরং এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যাঁর আদেশে এসেছি, যেন নির্ব্বিঘ্নে তাঁর নিকট পৌঁছাতে পারি।

মন। তোমরা ত বড় ভাল ছেলে দেখ্‌ছি হে, তবে আর কি ব'লবো, তবে আসি বৎস, তোমাদের মঙ্গল হোক্।

(সুখ দুঃখ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

সুখ দুঃখের দ্বৈত গীত।

সুখ সুখ বলি, হইয়ে উতলি,
উঠিলে প্রৌঢ় শিখরে।
(পুনঃ) বার্দ্ধক্যে নামিতে, ভাবিলে হে চিতে,
কই সুখ কোথা বিহরে॥

আলো ছায়া যেমন, সুখে দুঃখে তেমন,
কেহ কারে কভু না ছাড়ে।
সুখ কোথা গেল, ভাবিয়া কি ফল,
(দেখ) সময় যাইছে সরে ॥

(গাহিতে গাহিতে সুখ দুঃখের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

গৃহদেবতার মন্দির সম্মুখ

(জ্ঞান, মন, বিবেক ও বৈরাগ্যের প্রবেশ।)

বিবেকের গীত।

যদি চাহ সে সুন্দরে, কর হৃদয় সুন্দর ;
পরম সুন্দর হেরিবে।
কোথা খোঁজ তারে, হৃদয় মাঝারে,
আত্মরূপে তারে পাইবে ॥
নির্ম্মল অন্তরে জ্ঞান নয়নে,
দেখ ব'সে তিনি হৃদি পদ্মাসনে ॥
জ্যোতির্ম্ময় প্রভা, মহিমাময় বিভা
সচ্চিদানন্দময়ে দেখিবে।

জ্ঞান। যাও মন গৃহদেবতার মন্দির দ্বার উন্মুক্ত কর।

মন মন্দিরের কবাট খুলিয়া ফেলিল। দেখা গেল পুরোহিত
ধর্ম্ম পূজায় বসিয়া আছে!

মন। একি!—পুরোহিত!

ধর্ম্ম। (মনকে দেখিয়া উল্লসিত ভাবে বাহিরে আসিয়া) এসেছ মন? (গৃহদেবতার দিকে চাহিয়া) প্রভু, তোমার করুণা অনন্ত।

মন। তাইত দেব! আপনি এখানে?

ধর্ম্ম। (মনকে বুকে তুলিয়া লইয়া) "তোমার সুমতি ফিরে আসুক, আমি এতকাল ভগবৎপদে সেই প্রার্থনাই করে আসছিলুম। আজ তোমাকে আবার ফিরে পেয়ে আমার সকল দুঃখ দূর হয়ে গেছে। মন, আজ আমার আনন্দ রাখবার স্থান নেই।

মন। প্রভু, আপনি দেবতা। অনন্ত করুণার আধার? এতদিন আপনাকে চিন্‌তে পারিনি।

(মন্দির মধ্য হইতে হাত ধরাধরি করিয়া ভক্তি, প্রীতি
ও শান্তির প্রবেশ।)

ভক্তি। মহারাজ! আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন!

মন। একি! সহসা আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল কেন?—অন্তর আমার পুলকিত! গুরুদেব, একি ভাব? কে মা তোমরা?

ভক্তি। মহারাজ! আমি ভক্তি ;—এরা আমার দুই বোন—প্রীতি আর শান্তি।

জ্ঞান। মন! ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, আজ তোমায় অন্তরে বাহিরে ঘিরে তোমায় বরণ করে নিতে এসেছে। মন! তুমি বড় ভাগ্যবান্! এইবার তোমার আত্মদেব দর্শন হবে।

ভক্তি। মহারাজ! আমরা গৃহদেবতার সেবিকা, গৃহদেবতার মন্দিরেই আমরা থাকি। আসুন মহারাজ, আপনার গৃহদেবতাকে দর্শন করবেন আসুন।

ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রাজা গৃহদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিল।

জ্ঞান। ঐ শোন মন, ওঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছে ; এই শব্দ ব্রহ্ম হতে বেদ, বেদাঙ্গ, শাস্ত্রাদি প্রণীত হয়েছে ; এই স্বররূপী ব্রহ্ম হ'তে রাগ রাগিণী আলাপ ও মূর্চ্ছনা আবির্ভূত হয়েছে। এই শব্দময় ব্রহ্ম হ'তে আকাশরূপী তুমি মন উৎপন্ন হয়েছো ; এইখানে তুমিও মিশে যাবে। বল সৎ চিৎ আনন্দময়।

মন। সৎ চিৎ আনন্দময়।

জ্ঞান। বৎস, সত্যকে চিনেছ, চৈতন্য লাভ করলে, এইবার আনন্দ লাভ কর। দেখ মন, যা কেউ সহজে দেখ্‌তে পায় না তাই দেখ,—যা হ'তে কোটী কোটী সুন্দর সৃজিত হয়, পরম সুন্দর নিজ আত্মাকে দর্শন কর। মন, এইবার আমারও শেষ, চৈতন্যের জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল, এখন যা দেখবে তা' জ্ঞানাতীত। আশীর্ব্বাদ করি তুমি আনন্দময় হও।

জ্ঞানের গীত।

পরম মনোহর চৈতন্য সাগর হের নয়নে।
সুমধুর গম্ভীর ওঁঙ্কার ঝঙ্কার শুন শ্রবণে॥
সুন্দর সুস্থির, আনন্দ মূরতি ধীর
পরম আনন্দময় বিরাজে এখানে
কত কোটী রবি শশি ডুবিছে উঠিছে ভাসি
জ্ঞান বিজ্ঞান রাশি নামিছে চরণে।

(পট পরিবর্ত্তন)

সহসা চৈতন্যসাগর মধ্যে নীলপদ্মোপরি আত্মার আবির্ভাব।
পদপ্রান্তে গোলাপী, সাদা ও হলদে রংয়ের
তিনটী পদ্মের উপর যথাক্রমে শান্তি,
ভক্তি ও প্রীতি আসীন।

মন। এ কি! এ কি! কোটী সূর্য্যের এত জ্যোতিঃ নাই। কোটী চন্দ্র এত স্নিগ্ধ নয়। আনন্দসাগর, আনন্দময়, কে তুমি—কে তুমি?

মনের আত্মার সঙ্গে বিলীন হওন।

জ্ঞান। বিরাজে আনন্দময় হৃদয়ে দেখনা।

জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রীতি ও শান্তির
সমবেত সঙ্গীত।

বিরাজে আনন্দময় হৃদয়ে দেখনা।
হেথা নাই ভেদাভেদ সবাই অভেদ কারু নাই মানা॥
যে কোন হোক ধর্ম্ম মত সব জেন হেথা আসবার পথ।
(তুমি) ভেদ না করে কোন মতে চলে এসনা॥
লাল গেরুয়া নীল আলরাখা ত্রিশূল চাঁদ ক্রুশ পৈতা শিখা;
সবার হেথা পাবে দেখা, তাকি জান না॥

যবনিকা।